পাক্ষিক

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আহমদী

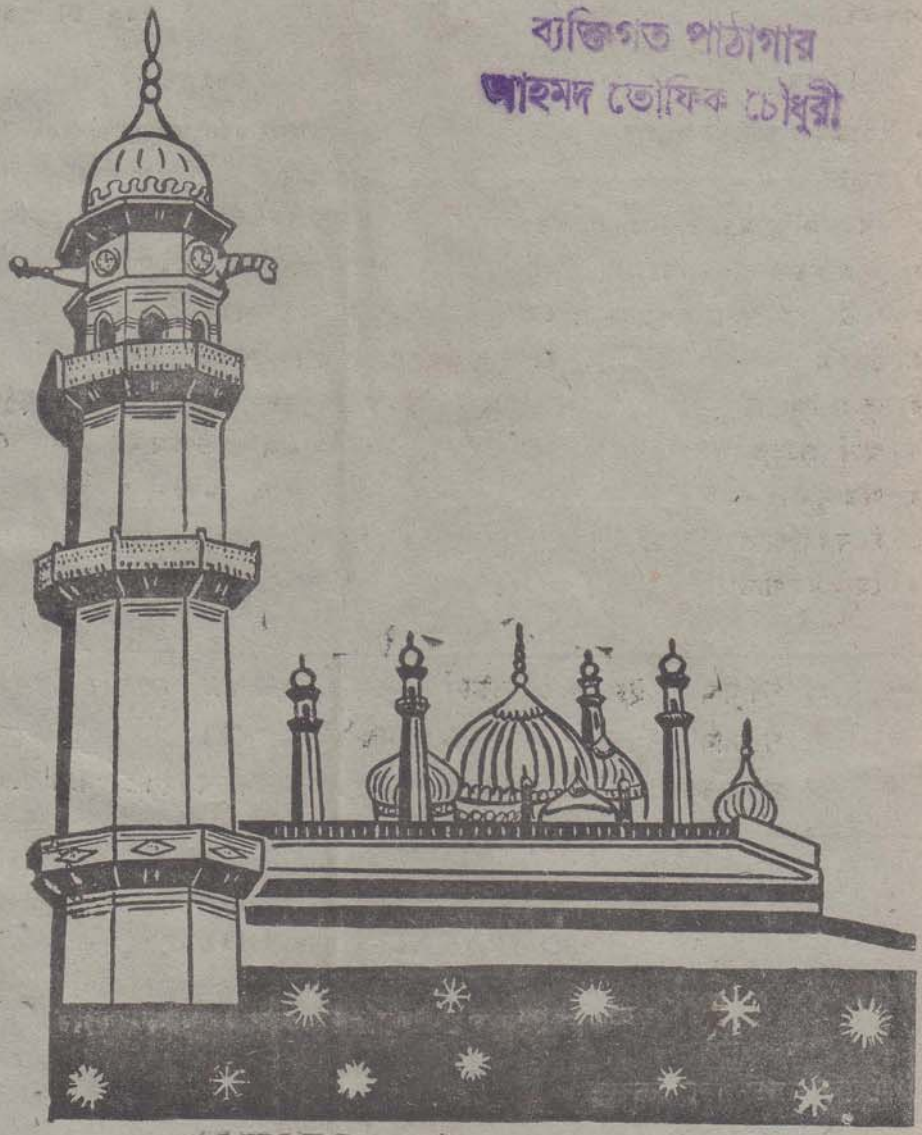

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১ম সংখ্যা
১৫ই মে, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

১ম সংখ্যা
১৫ই মে, ১৯৬৯ :

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	১
হাদীস	অনুবাদক—বশির আহ্‌মদ	৩
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	আল-অসিয়ত হইতে	৫
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	৬
পাঠক নতুন বৎসরের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুণ	ম্যানেজার	১৭
বেহেস্ত	মোহাম্মদ আবুল কাসেম	১৮
জুমার খোৎবা	অনুবাদক—আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২১
সূর্যের প্রতাপ	মোঃ আখতারুজ্জমান	২৭
অন্তরমুখী	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৯
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি	ম্যানেজার	৩০
ছোটদের পাতা	বশির ইবনে মোহাম্মদ	৩১

পূর্ণ মানব সেই ব্যক্তি যে অন্যকেও নিজের মত গণ্য করে।
পূর্ণ মানব সেই ব্যক্তি যে নিজের কমনাকে ত্যাগ করে।
পূর্ণ মাণব সেই ব্যক্তি যাকে পৃথিবীর মানুষ প্রকৃত মানুষ হিসাবে স্মরণ করে।

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ১৫ই মে ঃ ১৯৬৯ সন ঃ ১৫ই হিজরত ঃ ১৩৪৮ হিজরী শামসী ঃ ১ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইউসুফ

৮ম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫৯॥ এবং (সেই দুর্ভিক্ষের সময়) ইউসুফের ভাইগণ (এই দেশে) আসিল অনন্তর তাহারা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে তাহাদিগকে (দেখিয়াই) চিনিয়া নিল পরন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

৬০॥ এখন যখন ইউসুফ তাহাদিগকে তাহাদের

শস্য-সামগ্রী দিয়া (রওয়ানা হইবার জন্য) প্রস্তুত করিল। তখন (তাহাদিগকে) বলিল, তোমাদের পিতার পক্ষের তোমাদের যে এক ভাই আছে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিও। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আমি মাপ পূর্ণমাত্রায় দেই এবং আমি অতিথি-পরায়ণদের শ্রেষ্ঠতম।

৬১॥ এবং যদি তোমরা তাহাকে আমার নিকট লইয়া না আইস তবে তোমাদের জন্য আমার নিকট (কোন শস্য মাপিয়া) নিবার থাকিবেনা এবং তোমরা আমার নিকটেও আসিতে পারিবে না।

৬২॥ তাহারা বলিল নিশ্চয় আমরা তাহার সম্বন্ধে তাহার পিতাকে সম্মত করিতে চেষ্টা করিব এবং নিশ্চয় আমরা (ইহা) করিবই।

৬৩॥ এবং সে তাহার ভৃত্যদিগকে বলিল, তোমরা তাহাদের মূলধন তাহাদের জিনিষ-পত্রের থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া দাও, যখন তাহারা নিজেদের পরিবারের লোকজনের নিকট ফিরিয়া যাইবে সম্ভবতঃ তাহারা উহা চিনিয়া লইবে (ইহাতে) তাহারা হয়ত পুনরায় আসিবে।

৬৪॥ যখন তাহারা তাহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল তাহারা বলিল, হে আমাদের পিতা; আমাদের ভাই (বিন ইয়ামিন-কে আমাদের সঙ্গে পাঠান আমরা শস্য পরিমাপ করিয়া লইব। এবং নিশ্চয় আমরা তাহার সংরক্ষণ করিব।

৬৫। সে বলিল, আমি ইহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে এতটুকু বিশ্বাস করিতে পারি ইতিপূর্বে তাহার ভাই সম্বন্ধে তোমাদিগকে যতটুকু বিশ্বাস করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই সর্বোত্তম রক্ষক এবং তিনি দয়ালুগণের শ্রেষ্ঠতম।

৬৬॥ এবং যখন তাহারা নিজেদের আসবাবপত্র খুলিল, উহার (মধ্যে) দেখিতে পাইল তাহাদের মূলধন তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা বলিল, হে আমাদের পিতা আমরা আর কি চাই? এই (দেখুন) আমাদের মূলধন উহা আমাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং (যদি আমাদের ভাই আমাদের সাথে যায় তবে) আমরা আমাদের পরিবারবর্গের অংশ (আরও) শস্য আনয়ন করিব ও আমাদের ভাইকে রক্ষা করিব এবং (তাহার অংশ) এক উট শস্য বেশী আনিয়া দিব। (যাহা আনিয়াছি) তাহার পরিমাণ অল্প।

৬৭॥ সে বলিল, আমি তাহাকে তোমাদের সঙ্গে কখনও পাঠাইব না—যতক্ষণ না তোমরা আল্লার নামে শপথ করিয়া আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে তোমরা কোন বিপদে বেষ্টিত হওয়া ব্যতীত তাহাকে আমার নিকট ফিরাইয়া আনিয়া দিবে। যখন তাহারা শপথ করিয়া তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল। সে বলিল, এখন আমরা যাহা বলিতেছি আল্লাহ্‌ তাহার পর্যাবেক্ষক।

৬৮॥ এবং (যাইবার সময়) সে বলিল, হে পুত্রগণ তোমরা এক দরজা দিয়া (নগরে) প্রবেশ করিও না—বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়া প্রবেশ করিও। এবং আল্লার হুকুমে আগত কোন বিপদ আমি তোমাদের উপর হইতে দূর করিতে পারিব না। একমাত্র আল্লার হুকুমই বলবৎ হয়। তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করিলাম এবং তাঁহারই উপর নির্ভরকারীদের নির্ভর করা উচিত। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ হাদিস ॥

নামায

ইহার শর্ত এবং ইহার আদব

১

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রসুল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লার রসুল! আমাকে কোন আমল বলিয়া দিন, যদ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি এবং আগুন হইতে আমাকে দূরে রাখে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত করো এবং তাহার সহিত কোন বস্তুকে অংশিদার করিও না, নামায পড়ো, যাকাত দাও এবং আত্মীয়ের সহিত প্রীতি বজায় রাখিয়া চলো। (বোখারী)।

২

হযরত যাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি রসুল করীম (সাঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের ঈমান এবং শেরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী হইল নামায পরিত্যাগ। (মুসলীম)।

৩

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি রসুল করীম (সাঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা কি ইহা দেখ যে যদি কোন ব্যক্তির গৃহ দ্বারের নিকট দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হয় এবং দিনে সে কি তাহার শরীরে ইহাতে পাঁচবার গোসল করে তাহা হইলে কোন ময়লা থাকে? সাহাবা (রাঃ)-বলিলেন, হে আল্লার রসুল! কোন ময়লা থাকে না। তিনি বলিলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরও দৃষ্টান্ত ঠিক এইরূপ। আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা দ্বারা ক্ষমা করিয়া দেন এবং দুর্বলতা দূর করিয়া দেন; (বোখারী)।

৪

হযরত যাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত এইরূপ যেন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও দ্বারের নিকট দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হয় এবং সে উহাতে পাঁচবার গোসল করে। ইহাতে তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা রহিতে পারে না। সেইরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযীর মনে কোন প্রকারের ময়লা থাকিতে পারে না। (মুসলীম)।

৫

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একব্যক্তি রসুল করীম (সাঃ) সম্মুখে হাজির হইয়া

(কোরআন করীমের অবশিষ্ট)

৬৯॥ এবং যখন তাহারা যে ভাবে তাহাদের পিতা তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছিল (নগরে) প্রবেশ করিল (তাহাদের পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল)। (কিন্তু) তাহা আল্লার আদেশ আগত বিপদকে তাহাদের উপর হইতে দূর করিতে পারিবে না তবে য়্যাকুবের মনে যে এক আকাঙ্খা ছিল তাহাই পূর্ণ করিয়াছিল। এবং নিশ্চয় সে জ্ঞানবান ছিল যেহেতু আমরা তাহাকে জ্ঞানদান করিয়াছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এইতত্ব) অবগত নহে।

(ক্রমশঃ)

★

বলিল, হে আল্লার রসুল! আমি পাপ করিয়াছি এবং ইহার জন্য আমি দণ্ডনীয় তখন নামাযের সময় হইয়াছিল। সেইব্যক্তি রসুল করীম (সাঃ)-এর সহিত নামায পড়িল। যখন নামায শেষ হইল, তখন সে বলিল, হে আল্লার রসুল আমি শাস্তির যোগ্য। আমাকে আল্লাহ্‌তায়ালার কেতাবের (কোরআনের) বিধান অনুযায়ী শাস্তি দিন। তিনি বলিলেন, তুমি কি আমাদের সঙ্গে নামায পড় নাই। সে বলিল, জী হুযুর; পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন, এই পুণ্যের জন্য তোমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুণ্য পাপকে মুছিয়া ফেলে। (বোখারী)।

৬

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন মানুষ হইতে নামাযের হিসাব সর্বপ্রথম লওয়া হইবে। যদি এই হিসাব ঠিক হয় তাহা হইলে সে সফল হইয়া যাইবে এবং (আযাব হইতে) নাজাত পাইয়া যাইবে। যদি এই হিসাব মন্দ হয়, তাহা হইলে সে বিফল হইয়া যাইবে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যদি তার ফরয নামায কম হয় তখন আল্লাহ্‌তায়ালা বলিবেন, দেখ আমার বান্দার কিছু নফল আছে? যদি নফল থাকে, তাহা হইলে তদ্বারা ফরযের অভাব পুরণ করিয়া দিবে। এইভাবে তাহার বাকি কাজের হিসাব ও পরীক্ষা করা হইবে। (তিরমিযী)।

৭

হযরত ওমরবিন শোয়েব নিজ পিতা হইতে এবং তাঁহার পিতা তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের সন্তান সাত বৎসরের হইয়া যায়, তখন হইতে তাহাদিগকে নামায পড়ার জন্য জোর দাও এবং যখন তাহারা দশ বৎসরের হইয়া যায়, নামায না পড়িলে শাস্তি দাও, এবং এই বয়সে তাহাদের বিছানাও পৃথক করিয়া দাও। (আবু দাউদ)।

৮

হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একবার পানি আনাইলেন প্রথমে তিনবার হাত ধুইলেন। তাহারপর ডান হাত হইতে পানি লইয়া কুলি করিলেন, নাক পরিষ্কার করিলেন তাহারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন, তাহারপর কনুই পর্যন্ত হাত ধুইলেন। তাহারপর মাথা মসাহ্ করিলেন, তাহারপর পা ধুইলেন। ওযু করার পর তিনি বলিলেন, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এইভাবে ওযু করিবে যেভাবে আমি করিলাম, তাহারপর কথা না বলিয়া দুই রাকাত নামায পড়িবে, তাহার পূর্ব্বের সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

অনুবাদক ঃ—বশির আহ্‌মদ

★

॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥

১। সাবধান! হে সুবিবেচক ও পবিত্রমনা! পার্থিব লোভে ধর্ম বিনষ্ট করিও না।

২। এই নশ্বর দুনিয়ায় মুগ্ধ হইও না; কেননা ইহার সুখেও শত দুঃখ নিহিত থাকে।

৩। তোমার চৈতন্যের কর্ণ যদি খোলা থাকে, তবে তোমার কবর হইতে এই ডাক শুনিতে পাইবে—

৪। "হে আমার গ্রাস, কিয়দ্দিনের জন্য তুচ্ছ পৃথিবীর চিন্তায় দগ্ধ হইও না।"

৫। যাহারা এ তুচ্ছ পৃথিবীতে লিপ্ত হইয়াছে—দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে আবদ্ধ হইয়াছে।

৬। যাহারা মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে, তাহারাই মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং পৃথিবী হইতে চক্ষুদ্বয় ফিরাইয়া (সঠিক) পথে চলিয়াছে।

৭। প্রবাসে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া পরম বন্ধুর দিকে যাত্রা করিয়াছে; এবং দুনিয়া হইতে সকল আসবাবপত্র গুটাইয়া লইয়াছে।

৮। পরকালের জন্য স্ফূর্তির সহিত কোমর বাঁধিয়াছে এই মোহময় গৃহের সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াছে।

৯। এ জীবন সম্পূর্ণ রহস্যময়, কয়দিন থাকিতে হইবে জানা নাই; এইজন্য এই স্থান হইতে হৃদয় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলাই শ্রেয়।

১০। প্রিয় বৎস, কোরআন যে নরকের সংবাদ দিয়াছে, এই দুনিয়ার লালসাই সেই নরক!

১১। যখন, অবশেষে, এই পৃথিবী হইতে যাত্রা করিতেই হইবে, এবং যেহেতু এই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেই হইবে।

১২। সুধিজন ইহাতে হৃদয় আকৃষ্ট করিবে কেন? হেমন্তের বায়ু যেহেতু হঠাৎ ইহার পুষ্পে প্রবাহিত হইবে,

১৩। এই ব্যভিচারিণীর প্রতি মুগ্ধ হওয়া অন্যায়, যেহেতু সে সত্য, ধর্ম ও পবিত্রতার শত্রু!

১৪। এই দুমুখী প্রেমিকার প্রেমে কি লাভ? কখনো সন্ধি, কখনো যুদ্ধ করিয়া সে তোমাকে বিনাশ করে।

১৫। কেন সেই প্রেমাধারের সহিত হৃদয় বাঁধ না, যাঁহার ভালবাসা তোমাকে ভারী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবে?

১৬। হে অর্বাচীন, যাও, পরিণামের চিন্তা কর; সাদীর কথাই শোন, যদি আমার কথা না শোন—

১৭। "তোমার মৃত্যুর দিন তোমার পরিণয়ের দিবস হইবে, যদি পুণ্য ও নেকির সহিত তোমার পরিণাম হয়।"

(আল-ওসিয়ত হইতে উদ্ধৃত)।

★

আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪) আইন ও শৃঙ্খলা

কোথাও আইন ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতে দেখিলে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে সেখানে কোন আইন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী রহিয়াছে। আইন প্রণয়নকারী ব্যতিরেকে আইন হইতে পারে না এবং নিয়ন্ত্রণকারী ব্যতিরেকে উহার পরিচালনা সম্ভবপর নহে এবং আইন পরিচালনা ব্যতিরেকে শৃঙ্খল বজায় থাকিতে পারে না। ইহা যেমন অল্প পরিসর স্থানের জন্য সত্য, তেমনি বিশাল রাজ্যের জন্যও সত্য। আমরা বিশ্বের যে কোন স্থানে দৃষ্টিপাত করি না কেন, প্রাণী জগতে অথবা কোন কোন শ্রেণীর জীবকে যদি উক্ত দুই মহা দান অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেরণা দিয়া ভূষিত করা হইত, তাহা হইলে মানব কি সৃষ্টির মাঝে প্রভু হইতে পারিত? সারা সৃষ্টি কি তাহার নিকট প্রণত হইত? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

سخر لكم ما فى السموات و ما فى الارض

"আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা (হে মানব!) তোমাদের সেবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।" (সুরা জাসিয়া—২য় রুকু)।

মানবের মর্যাদায় আকাশ পাতাল জোড়া এ আয়োজন কেন?

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

انى جاعل فى الارض خليفة

"আমি (মানবকে) পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি।"

(সুরা বকর—৪র্থ রুকু)।

যেহেতু মানব সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, এই জন্য তাহাকে সৃষ্টির সেরা করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন,

لقد خلقنا الا نسان فى احسن تقويم

"নিশ্চয় আমরা মানবকে সর্বোত্তম ছাঁচে সৃষ্টি করিয়াছি।" (সুরা তীন)।

আল্লাহ্‌তায়ালা মানবকে প্রকৃতির মধ্যে ক্রমঃ বিকাশের ধারায় সৃষ্টির চূড়ামনী হিসাবে উদ্ভব করিয়া, জ্ঞান ও প্রেরণার ক্রমঃ বিকাশের ধারায় তাহাকে স্বীয় খলিফার ছাঁচ দিয়া, সৃষ্টিকে তাহার নিকট প্রণত করিয়াছেন যেন কৃতজ্ঞতাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে তাঁহার নিকট প্রণত হয়।

আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন,

و ما خلقت الجن و الا نس الا ليعبدون ٥

(সুরা যারিয়াত—৫ম রুকু)।

বিন্দু অথবা সিন্ধুতে, পরমাণু অথবা বৃহত্তম জ্যোতিকে, আমারা সর্বত্র সর্বক্ষণ সুন্দর নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিরাজমান দেখি। এত বড় বিশাল রাজ্য কি আপনা আপনি চলিতে পারে? কখনই নহে। বিশ্ব যেরূপ বিশাল, উহার নিয়ন্ত্রণও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। কে সেই মহান অস্তিত্ব, যিনি সর্বক্ষণ বিশ্ব চরাচরকে নিয়ম ও শৃঙ্খলায় সচল রাখিয়াছেন? তিনি স্বয়ং এই বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া পবিত্র কুরআনে জানাইয়াছেন—

تبارك الذى بيده الملك و هو على كل شيء قدير ن الذى خلق الموت و الحيوة ليبلوكم ايكم احسن عملا و هو العزيز الغفور ٥ الذى خلق سبع سموات طبقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور ٥ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا و هو حسير ٥

"পূর্ণ বরকতের অধিকারী তিনি, যাঁহার হস্তে (বিশ্ব) রাজ্য রহিয়াছে, এবং সকল বস্তুর উপর তাঁহার (পূর্ণ) ক্ষমতা বিদ্যমান, যিনি মৃত্যু এবং জীবনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তদ্বারা তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারেন, কে তোমাদিগের মধ্যে উত্তম কর্মশীল; এবং তিনি সর্বশক্তিমান, মহা ক্ষমাশীল, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশকে সুষম করিয়া; সর্ব প্রদাতা খোদার সৃষ্টিতে কোথাও বৈষম্য দেখিতে পাইবে না, আবার দেখ, কোথাও কি কোন ত্রুটি দেখিতে পাও? তোমার দৃষ্টিকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া আবার আবার দেখ, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া (নিষ্ফল) তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে (তবু কোথাও কোন ত্রুটি খুঁজিয়া পাইবে না)।" (সুরা—মুল্‌ক—১ম রুকু)।

উপরুক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে প্রকৃতির সর্বত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইয়া তাঁহার সৃষ্টিতে ত্রুটি বাহির করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে ইহাতে আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। মানব এ যুগে বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। সর্বত্র আইন ও শৃঙ্খলা বর্তমান থাকার কারণে এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। পানি যদি কখনও আমাদের কাপড় ভিজাইয়া দিত এবং কখনও পুড়াইয়া ফেলিত, আগুন যদি কখনও কাষ্ঠকে পুড়াইত এবং কখনও ভিজাইত, সূর্য যদি কোনো দিন পশ্চিমে উঠিত এবং কোনো দিন উত্তরে উঠিত, উহা কোনো দিন বেশী চলিত, কোন দিন দাঁড়াইয়া থাকিত, পানির উপাদানে কখনও যদি হাইড্রোজেন বেশী থাকিত এবং কখনও কম থাকিত, চিনি যদি কখনও মিষ্ট হইত, কখনও টক হইত, আম গাছে যদি কখনও জাম ধরিত এবং জাম গাছে আম ধরিত, বাঘ যদি কখনও গরুকে খাইত এবং গরু কখনও বাঘকে খাইত, ইত্যাকার ভাবে যদি সর্বত্র অথবা কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা এবং বিরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হইত, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তন্মূলে উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। এ যাবৎ বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের গবেষণায় প্রকৃতির মধ্যে পরিচালিত নিয়মে কোথাও কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পায় নাই। বরং কোন বস্তু বা বিষয়ের যত গভীর প্রদেশে তাহারা গিয়াছে, তাহারা এই নিয়ম শৃঙ্খলার সামঞ্জস্য ও অপরিবর্তনীয়তা দর্শনে বিস্মিত হইয়া বিশ্বকে যে এক মহা শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

আইন ও শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত এই বিশ্বে যেখানে যে বস্তুটির যেভাবে প্রয়োজন, উহাকে সেখানে সেইভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও কোন কার্পণ্য ও ত্রুটি বিচ্যুতি নাই। মনোরম দৃশ্য এবং সূর্যালোকের সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকর্তা আমাদিগকে দৃষ্টিশক্তি দিয়াছেন, লিখার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করিয়া তিনি উপযোগী হস্ত দিয়াছেন, চিন্তা করিবার জন্য মস্তিষ্ক দিয়াছেন, পিপাসা মিটাইবার জন্য পানি দিয়াছেন, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার্য বস্তু দিয়াছেন, যে সব জীব তাহাদের মেয়াদে মারা যায়, তাহাদিগকে বংশধর দিয়াছেন, পাহাড়, চন্দ্র,

সূর্য ইত্যাদি যেগুলি সহজে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তাহাদের বংশধর দেন নাই। শীত প্রধান দেশের জীবগণকে শীত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেহে ঘন লোম দিয়াছেন। সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিজ্ঞতা, ত্রুটিহীন পরিকল্পনা, অমোঘ নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের পরিচয় ফুটিয়া রহিয়াছে।

কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, জগতে অনেক প্রাণীকে অকালে মরিতে দেখা যায়। তাহাদের সৃষ্টি করার সার্থকতা কোথায়? এই প্রাণীগুলিকে নষ্ট করার মধ্যে কি বিজ্ঞতা আছে? আমরা উপরে পবিত্র কুরআনের যে আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছি, উহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা জানাইয়াছেন যে, তিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন আমাদের পরীক্ষা করিবার জন্য। তিনি প্রথমে মৃত্যুর নাম লইয়াছেন এবং পরে জীবনের কথা বলিয়াছেন। ইহা আশ্চর্য মনে হয় যে, মৃত্যুর পর জীবন কি ভাবে আসে। বস্তুতঃ চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, মৃত্যুর মাধ্যমেই জীবনের উদ্ভব। বীজ মাটিতে না পঁচিলে অঙ্কুর উদ্গত হয় না। অপর প্রাণী ও বস্তুকে আহারের মাধ্যমে বিনাশ না করিলে, কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং একের মৃত্যুতে অপরের জীবন। ধারাবাহিক ভাবে ছোট বড়র জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়া যাইতেছে। মহতের বেদিতে ইতরের বলি সৃষ্টিকর্তার কাম্য। এই কষ্টিপাথরেই মানবের পরীক্ষা। মহতের জন্য ইতরকে বলি করিয়া সে সাফল্য অর্জন করে। তদান্যথায় তাহার কর্মফল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সৃষ্টিকর্তার হস্তে মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টিক্রিয়ার জন্য দুইটি প্রণালী বিশেষ। আমরা যাহাকে নষ্ট দেখি, উহা কেবল রূপ পরিবর্তন করে এবং বিধাতার হস্তে ভিন্ন এবং মঙ্গলজনক কাজে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং মৃত্যু উন্নত জীবনের জন্য রাজপথ স্বরূপ। যে মৃত্যু স্রষ্টার জন্য বাহ্যিক ভাবে ত্রুটি জনক মনে হইতেছিল, উহা প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টির এক মহা প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

বিশ্বের সর্বত্র আইন ও শৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হইলেও আপাত দৃষ্টিতে একটি ক্ষেত্রে যেন ইহার ব্যতিক্রম মনে হয়। সে সৃষ্টির সেরা মানবের বেলা। তাহাদের মধ্যে অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খল দেখা যায়। নাস্তিকগণ এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করিয়া বলে যে খোদা থাকিলে, এখানে এরূপ অব্যবস্থা কেন? মানবজাতির মধ্যে গ্লানি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে এক সীমা পর্যন্ত ইচ্ছা স্বাধিনতা দিয়া ও স্বীয় প্রতিনিধি করিয়া সৃষ্টির মাঝে তাহাকে তিনি প্রভু করিয়া দিয়াছেন। এই সীমাবদ্ধ প্রভুত্বের মধ্যেই বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয়। যখন জনগণ সীমা ছাড়াইয়া অন্যায়ে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়া তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় হস্তক্ষেপ করিয়া আইন ও শৃঙ্খলা পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং মানব সমাজের সীমাবদ্ধ ব্যভিচার আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বকে অপ্রমাণ করে না বরং তাঁহার অস্তিত্বকে সপ্রমাণ করে। সীমাবদ্ধ প্রভুত্বের গণ্ডির মধ্যে অন্যায়ের জন্য দায়ী মানুষ নিজে এবং আইন ও শৃঙ্খলা পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রশংসা আল্লাহ্‌-তায়ালার। মানবজাতির উচ্ছৃঙ্খলতাকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দিয়া এবং তাহারা সীমা ছাড়াইয়া গেলে, উহার সংশোধনের ব্যবস্থা রাখিয়া, তাঁহার আইন ও শৃঙ্খলার হস্তকে চির মজবুত রাখিয়াছেন। অতএব মানব জাতির সীমাবদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতা, সৃষ্টিতে আইন ও শৃঙ্খলার অখণ্ডনীয়তা এবং আল্লাহ্‌-তায়ালার অস্তিত্বকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। বিশ্বজোড়া আইন ও শৃঙ্খলার দর্পনে চক্ষুষ্মানের জন্য তিনি সদা প্রতিভাত রহিয়াছেন।

অতএব বিশ্বে অখণ্ডনীয় আইন ও শৃঙ্খলার বিদ্যমানতা এক মহা প্রজ্ঞাময় আইন প্রণয়নকারী ও সর্বশক্তিমান নিয়ন্ত্রতার অভ্রান্ত প্রমাণ দিতেছে।

৫। কারণ ও উহার ফল

ইহা এক স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে বিনা কারণে কোন কিছু ঘটেনা। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে কোন না কোন কারণ থাকে। আমরা দেখি যে সারা বিশ্ব গণনাতীত কারণ ও উহার ফলে বাঁধা। আমরা যতই প্রত্যেক শক্তির বা বস্তুর অস্তিত্বের পিছনে কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে আগাইয়া বা পিছাইয়া যাই, এক স্থানে আসিয়া আমাদিগকে শেষ প্রশ্ন করিতে হয় যে, ইহার পর কি এবং কে?

এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। জড় বস্তুর ধর্ম উহাকে না চালাইলে চলে না এবং একবার উহা চলিতে আরম্ভ করিলে পর উহাকে না থামাইলে থামে না। জড়ের এই স্বভাবকে বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করে এবং ইহাকে জড়তা (Inertia) কহে। বিশ্বে প্রত্যেক পরমাণু বিন্দু হইতে বড় জ্যোতিষ্ক পর্যন্ত সকলেই আপন আপন কক্ষপথে গতিশীল। এখন প্রশ্ন এই যে সারা বিশ্বের গতির কারণ কে? জড়তার নিয়ম (Law of Inertia) অনুযায়ী বস্তু নিজে নিজের নিয়ন্ত্রতা হইতে পারে না। পুনঃ সকলে এক যোগে পৃথক পৃথক ভাবে গতিশীল হইয়া কাহারও কক্ষপথে পা না দিয়া সকলের সহিত এক সুনির্দিষ্ট নিয়মে সমতা রক্ষা করিয়া শৃঙ্খলার সহিত আপন আপন কক্ষপথে স্মরণাতীত কাল হইতে চলিতে থাকা সম্ভবপর নহে। কে তাহাদিগকে গতিশীল করিল এবং তাহাদিগের গতিশীলতায় নির্দিষ্ট নিয়ম বাঁধিয়া দিল? নিশ্চয় ইহার মূলে কোন মহা এক কারণ রহিয়াছে। বিভিন্ন কারণ দ্বারা এইরূপ সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি-সম্পন্ন গতি সম্ভবপর হইতে পারে না। শক্তির প্রয়োগে গতির উদ্ভব হয় এবং শক্তির অধিপতি ছাড়া শক্তি প্রয়োগ সম্ভব নহে। শক্তির বিভিন্ন অধিপতি বিশ্বের গণনাতীত গতির কারণ হইলে, গতিশীল বস্তুগুলি কখনও এক উদ্দেশ্যমুখী হইতে পারিত না। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, একাধিক খোদা থাকিলে এলাকার দখল লইয়া তাহাদের মধ্যে আপোসে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইত এবং বস্তু নিচয়ের গতি সমূহ সঙ্গতিহীন ও পরস্পর বিরোধী হইত। সেরূপ হইলে বিশ্বে শান্তি ও সমতা না থাকিয়া পলকে প্রলয় উপস্থিত হইত। সুতরাং সকল গতির কারণ সেই মহান এক, যিনি পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন,

ان الله على كل شئى قدير

"নিশ্চয়ই সকল বস্তুর উপর আল্লাহ্‌র শক্তি বিরাজমান।" (সূরা বকর—২য় রুকু)

والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغى لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ط وكل فى فلك يسبحون ٥

"এবং সূর্য উহার জন্য নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট গতিতে চলিতেছে; ইহা সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়ের অমোঘ বিধান। এবং চন্দ্রের জন্য আমরা কলা নির্ধারিত করিয়াছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা আবার শুষ্ক তালপাতার আকার প্রাপ্ত হয়। সূর্যকে অনুমতি নাই যে সে গিয়া চন্দ্রকে ধরে, কিম্বা রাত্রি দিনকে ডিঙ্গাইয়া যায়। সকলে আপন আপন কক্ষে গতিশীল।" (সূরা ইয়াসীন—৩য় রুকু)।

وان الى ربك المنتهى

"নিশ্চয় তোমার রবের নিকট (সকলের শেষ পরিণাম।" (সূরা নজম—৩য় রুকু)।

সুতরাং সকল গতি এবং সকল কিছুর মূল কারণ সেই এক মহান প্রজ্ঞাময় সর্বশক্তিমান খোদা। সকল কারণের প্রথম কারণ তিনি। সকল কারণ তাঁহার নিকট হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং পরিণাম তাঁহার নিকট গিয়া শেষ হয়।

৬। সত্য সাক্ষ্য

সকল মানুষ যত কথা জানে এবং মানে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের শতকরা ৯৯টির ভিত্তি সাক্ষ্যের উপর স্থাপিত। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ইত্যাদি যত প্রকার বিদ্যা আছে, সবগুলি অর্জন করিবার পন্থা অপরের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমরা জীবনে শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া বিষয়ের সত্যতা নির্ধারণ, বিচার, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস করিয়া থাকি। আদালতে যত বিচার হয়, বিচারক শতকরা একশত ক্ষেত্রেই সাক্ষ্য ও দলিলের উপর নির্ভর করিয়া মোকদ্দমার ফয়সালা দিয়া থাকেন এবং আমরা তাহা মানিয়া থাকি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায় সকল কাজে এই পন্থাই অনুসরণ করিয়া থাকি। তবে সাক্ষ্যের প্রকার ভেদ আছে। যে বিষয়ে সাক্ষী যত বেশী সত্যবাদী হয় এবং দলীল যত নিঃসন্দেহ হয়, বিবেচ্য বিষয়টির বিচার তত সহজ হয়। মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্যকে আমরা অগ্রাহ্য করিয়া থাকি।

খোদার অস্তিত্বের সম্বন্ধে আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে সাক্ষী এবং দলীল উভয়ই পাইয়া থাকি। ধর্মগ্রন্থগুলি হইল দলীল এবং নবী, রসুল বা অবতারগণ হইলেন আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

প্রত্যেক জাতি তাহাদের ধর্মগ্রন্থকে সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি করিয়া থাকে। যদিও পবিত্র কুরআন ব্যতিরেকে সকল গ্রন্থের মধ্যে অনেক কাটছাঁট হইয়াছে, তথাপি উহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের সাক্ষ্য আজও বর্তমান রহিয়াছে। এই সাক্ষ্য সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন।

ان هذا لفى الصحف الاولى - صحف ابرهيم و موسى

"ইহা পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ সমূহে আছে, ইব্রাহীম এবং মুসার ধর্মগ্রন্থে।" (সুরা—আল্‌-আ'লা)।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে এই সকল ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ্‌-তায়ালার অস্তিত্বের অনস্বীকার্য দলীল। এই সকল ধর্মগ্রন্থের বাহক সকল জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা নবী, রসুল বা অবতার। এই সকল মহাপুরুষকে তাহাদের জাতি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী এবং আদর্শ পুরুষ বলিয়া আজও বিশ্বাস ও ভক্তি করিয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও আবার মানুষ ভক্তির আতিশয্যে খোদার আসনে বসাইয়া পূজা করে। এই প্রকার অতিভক্তি জাতির মধ্যে ঐ সকল মহাপুরুষের বিশেষ মর্যাদা অকাট্যভাবে প্রতিপন্ন করিতেছে। কিন্তু গবেষণা করিলে দেখা যায় এই সকল মহাপুরুষের মধ্যে সকলেই এক আল্লাহ্‌র বাণী বহন করিয়া আনিয়া নিজেরাও তাঁহার উপসনা করিয়াছেন এবং সকলকে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহই আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে অন্যের পূজা শিক্ষা দেন নাই। এমন কি তাঁহাদের কেহ নিজের পূজার প্রতি কাহাকেও আহ্বান জানান নাই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন।

و لقد بعثنا فى كل امة رسول ان اعبدو الله وا جتنبو الطاغوت

"এবং আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল আবির্ভূত করিয়াছিলাম শিক্ষা দিতে, আল্লাহ্‌র উপাসনা কর এবং দৈত্যকে পরিহার কর।"

(সুরা নহল—৫ম রুকু)।

জগতে সর্বজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী সাক্ষী ও সেরা দলীল যখন আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে, তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য। কালের ব্যবধানে আসিয়া মানুষ যে ভ্রমে পড়িয়া ঐ সকল মহাপুরুষকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি করিতেছে, তাহা নহে; বরং ঐ সকল মহাপুরুষ নিজ জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের জাতির দ্বারা এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁহার স্বজাতি الامين অর্থাৎ "পরম বিশ্বাসী" বলিয়া উপাধি দিয়াছিল। সালেহ নবী (আঃ)-এর জাতি তাঁহার নবুওতের দাবীর পরে তাঁহাকে বলিয়াছিল,

يصلح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

"হে সালেহ! নিশ্চয়ই তুমি আমাদের মধ্যে এমন একজন, যাহার উপর আমাদের ইতিপূর্বে বড় আশা ছিল।" (সুরা হুদ—৬ষ্ঠ রুকু)।

একান্ত বিরূপ এবং অসহায় অবস্থায় এই সকল মহাপুরুষ যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেন, সে গুলির যথাযথ পূর্ণতা এবং তাঁহাদের পূর্ণ সাফল্য এবং বিরুদ্ধবাদীগণের বিনাশ, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের আনিত বাণীর সত্যতাকে জগতের বুকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। এই ধারার সাক্ষ্য একটি দুইটি নহে যে, অস্বীকার করা যাইতে পারে। বরং এই সকল মহাপুরুষ মানব জাতির সকল দেশের সকল যুগের ইতিহাসকে ধারাবাহিক আবির্ভাব দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা জগতে নূতন নূতন সভ্যতা ও কৃষ্টির জন্ম দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করিলে, জগতে বিশ্বাস করিবার দ্বিতীয় আর কোন কিছু থাকে না।

৭। পরিমাপ

বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু এক নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ী সৃষ্ট। যে কোন স্থান হইতে একই বস্তুকে পরীক্ষা করিলে পরিমাপ একই দেখা যায়। সমুদ্রের পানি হইতে প্রাপ্ত অকসীজেনের পরমাণুর যে ওজন ও গুণ অন্য যে কোন স্থানের পানি বা বস্তু হইতে অকসীজেনের পরমাণু বাহির করিলে, একই ওজন ও গুণ পাওয়া যাইবে। সারা সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোন বস্তুতে এই পরিমাপের ব্যতিক্রম পাওয়া যাইবে না। পরিমাপ এক পরিমাপ-দাতার সন্ধান দেয়। সুতরাং সারা বিশ্বকে ও উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলকে পরিমাপ দেওয়ার জন্য নিশ্চয় কোন এক মহা পরিমাপ-দাতা আছেন। তিনি পবিত্র কুরআনে নিজের সন্ধান দিয়াছেন—

انا كل شيء خلقناه بقدر

"নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জিনিষকে এক পরিমাপ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।" (সুরা কমর—৩য় রুকু)।

এখানে বহুবচনে "আমরা" শব্দ দেখিয়া ভুল করিবার কারণ নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা আদেশ দিয়া যখন ফেরেস্তা ইত্যাদির দ্বারা কাজ গ্রহণ করেন, তখন তিনি ক্রিয়া বর্ণনায় উত্তম পুরুষে বহুবচন ব্যবহার করেন। কিন্তু যেহেতু তাঁহার প্ল্যান এবং আদেশমুলে সব কাজ হয়, সেই জন্য মুল কর্তা ও পরিমাপ-দাতা তিনি স্বয়ং।

৮। বিবেকের সাক্ষ্য

জীব জগতে একমাত্র মানুষই বিবেকের অধিকারী। ইহা বিশুদ্ধ আত্মার কণ্ঠস্বরূপ। ইহা তাহাকে সতত প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে অযাচিতভাবে

ভাল বা মন্দ বার দিয়া থাকে এবং ভাল কাজ করিলে হৃদয়কে নির্মল আনন্দ ও স্নিগ্ধ আলোকে ভরিয়া দেয় এবং মন্দ কাজ করিলে অন্তরের আলো নির্বাপিত করিয়া উহাকে দংশন করিতে থাকে। ইহা নাছোড়বান্দা স্নেহ এবং কিছুতেই ইহার হাত এড়াইতে পারে না। ইহার কণ্ঠরোধ করা বা ইহাকে একেবারে মারিয়া ফেলা অসম্ভব বহু পাপে অনুষ্ঠানের ফলে পাপের বিষক্রিয়ায় উহা মূর্চ্ছিত হইতে পারে কিন্তু বিনষ্ট হইতে পারে না। দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া দিলে অথবা অবস্থার ফের ঘটিলে উহা সবলভাবে সজাগ হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

একদা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আউল (রাঃ) এক চোরকে জিজ্ঞাসা করেন "চোরাই মালে তোমার ঘৃণাবোধ হয় না?" সে পরিষ্কার উত্তর দিল, "ইহাতে মন্দের কি আছে? কত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া রাত্রি জাগিয়া কত মেহনত ও হিকমত করিয়া মাল সংগ্রহ করি। ইহা পরিশ্রমের ফল, হারাম কেন হইবে?"

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ (রাঃ) বুঝিলেন যে, পাপে তাহার বিবেক চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি তখন তাহার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইবার জন্য অন্য কথা পাড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কতজন মিলিয়া চুরি কর?" চোর উত্তর দিল, "চুরি করিবার সময় আমরা চার পাঁচ জন থাকি। ইহা ছাড়া চোরাই স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার গচ্ছিত রাখার ও গলাইবার জন্য এক স্বর্ণকারের সঙ্গে চুক্তি থাকে। চুরি করিবার পর অলঙ্কারাদি তাহার নিকট দিয়া যাই। সে পরে গলাইয়া, আমাদিগকে উহার মূল্য দেয়।"

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি সে অস্বীকার করিয়া মাল আত্মসাৎ করিতে চাহে, তাহা হইলে তোমরা কি করিবে? সেও বিপদের ঝুঁকি মাথায় নেয় এবং মেহনত করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যকে গলায়।" তখন চোর আহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি? সে আমাদের মাল খাইয়া ফেলিবে? সে এমন বেঈমানী করিবে? ইহা করিলে তাহাকে কি আমরা জীবিত রাখিব?" সদা অপরের মাল চুরি করিতে করিতে, চুরি করা যে মন্দ কাজ তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু নিজের মাল অপহৃত হইবার কল্পনা মাত্রেই, তাহার সহজবোধ সতেজে জাগিয়া উঠিল এবং চুরিকে এমন মন্দ কাজ মনে হইল, যে তজ্জন্য সে চোরের মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত করিল।

নাস্তিকরা বলিয়া থাকে যে, মানুষ ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতি দৃষ্টে কোন কাজকে ভাল এবং মন্দ মনে করে। সুতরাং বিবেকের কোন সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য নাই। যদি এ কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলির সহিত লাভ ক্ষতির কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ একজন নাস্তিকও সেই সকল ক্ষেত্রে অন্যের ন্যায় একই প্রকার ভাল বা মন্দ মত পোষণ করে।

মাতৃভূমির জন্য জীবন দান, পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও তাহাদের খেদমত, মৃতদেহের প্রতি সম্মান, দুঃস্থকে সাহায্য করা ইত্যাদি কাজগুলিকে খোদা এবং পরকালে অবিশ্বাসী একজন নাস্তিকও ভাল মনে করে। মাতৃভূমির জন্য জীবন দিতে গিয়া আয়ুকে সংক্ষিপ্ত করায় নাস্তিকের জন্য ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নাই। তাহার মৃত্যুর পর কেহ থাকিল বা না থাকিল, তাহার দেশের মঙ্গল বা অমঙ্গল হইল, তাহাতে তাহার ব্যক্তিগত লাভ কি হইল? পরকাল বলিয়া যখন তাহার কিছু নাই, তখন আরও যে কয়টা বছর সে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত উহা সে বৃথা হারাইল। অনুরূপভাবে পিতৃমাতৃ ভক্তি, দুঃস্থকে সাহায্য ইত্যাদি কাজগুলি বৃথা সময়, অর্থ এবং শ্রম

ব্যয় করায় নাস্তিকের জন্য ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নাই। অপর জীবের ন্যায় মানুষের মৃতদেহের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া গিয়া মাঠে ফেলিয়া দিলে বা অন্য যে কোন প্রকারে হউক নষ্ট করিয়া দিলে কি ক্ষতি হয়। অনেকে মিলিয়া সৎকার্যের জন্য লাশকে সসম্মানে লইয়া যাওয়ার মধ্যে কি লাভ আছে? এই প্রকারের বহু বিষয় আছে, যেগুলির সম্বন্ধে আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই একই প্রকারের মনোভাব প্রকাশ করে। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েরই মনের মধ্যে কে ভাল এবং মন্দের বিচার বোধ দিল এবং ভালোর জন্য পছন্দ এবং মন্দের জন্য অপছন্দ দিল? আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কোরআনে জানাইয়াছেন যে তিনিই মানবকে এই বিচার বুদ্ধি দিয়াছেন।

و نفس و ما سوها ٥ فالهمها فجورها
و تقوها ٥

"এবং নফ্‌স এবং ইহার পূর্ণতার কসম। এবং তিনি (আল্লাহ্) ইহার (পূর্ণ নফ্‌সের) প্রতি ইলহাম করিয়াছেন অসৎ ও সৎ বিষয় সমূহের।"
(সুরা আশ-শামস)।

অপরাপর সকল জীবের তুলনায় মোটামুটি ভাবে মানবাত্মাকে পূর্ণতা দেওয়া হইয়াছে, যাহার ফলে ভালো এবং মন্দ সম্বন্ধে তাহাদের মোটামুটি একটি বোধ আছে। আবার মানুষের মধ্যে যাহাদের আত্মা যত বেশী পূর্ণতা প্রাপ্ত, তাহাদের বিবেক ভালো এবং মন্দের তত বেশী সূক্ষ্মতর বিচার করিতে সক্ষম। নবীগণ মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সঠিক পূর্ণতা প্রাপ্ত বিবেক রাখেন। সেই জন্য তাঁহারা ন্যায় এবং অন্যায়ের সূক্ষ্মতম বিচারে সক্ষম। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণে বিচারের দিন ও মানুষের বিবেককে সাক্ষী মানিয়াছেন।

لا اقسم بيوم القيمة ٥ و لا اقسم بالنفس
اللوامة ٥

"না, আমি বিচারের দিনকে সাক্ষ্য মানিতেছি এবং আমি তিরস্কারকারী বিবেককে সাক্ষী মানিতেছি।"
(সুরা কিয়ামত—১ম রুকু)।

জীবনে প্রত্যেক বিচার ও দণ্ডের দিন ও ক্ষণ পাপীর জন্য মহা বিচার দিনের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ স্বরূপ। ইহলোকের বিচার সময়ের অবস্থা দিয়া আমরা পরলোকে মহা বিচার দিবসের কল্পনা করিতে পারি। মহা বিচারের দিনে তাহার আত্মার যে অবস্থা ঘটিবে, ইহলোকে সংকটময় সময়ে উহার আভাষ বিবেকের তুলিতে আঁকিয়া তাহার নিকট ধরা হয়।

খোলা ময়দানে যতদিন মানুষ অবাধে পাপ করিয়া যায়, ততদিন তাহার বিবেক তাহাকে পাপক্রিয়ার পূর্বে নিষেধ দিয়া, পাপানুষ্ঠানের পর তিরস্কার করে। কিন্তু যখন কৃতকর্মের ফলে মহা বিপদ আসিয়া দেখা দেয়, তখন পাপীর আত্মা নিরুপায় হইয়া গোপন মনে তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া উদ্ধারের জন্য খোদাকে ডাকিতে থাকে। এইরূপ সময়ে তাহার মনের মধ্যে থাকে সে এবং তাহার খোদা। মহা বিপদের সময় নাস্তিকেরও মন টলিয়া যায়। ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝা এবং আসন্ন মৃত্যু আনয়নকারী অন্য কোন বিপদ যখন মাথার উপর ভাঙিয়া পড়ে, তখন তাহার মনের উপর হইতে ভ্রান্তি ও পাপের সকল আবরণ সরিয়া গিয়া নির্মল আত্মা সৃষ্টিকর্তার নিকট স্বীকৃতির মস্তক সেজদায় নামাইয়া দেয়। দুষ্ট এবং অবাধ্য ছেলে মায়ের কথাকে ঠেলিয়া যখন বিপদে পড়ে, তখন যেমন সে মায়ের কোলে ছুটিয়া যায়, পাপী-তাপীর মন তেমনি বিপদের আঘাতে নিরুপায় হইয়া সৃষ্টিকর্তার দ্বারে আছাড় খাইয়া আশ্রয় চাহে। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন রুশ জার্মানীর হস্তে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল, যখন জার্মান সেনাবাহিনী মস্কোর দ্বারে হানা দিল, তখন খোদা-তায়ালার উপর অস্বীকারকারী কমিউনিষ্ট শাসকগণ

রাজ্যে সকল গির্জা ও মসজিদে বিপর্যয়ের হস্ত হইতে বাঁচিবার জন্য প্রার্থনা করিবার জন্য আবেদন জানায়। আল্লাহতায়ালা আত্মার ছাঁচের মধ্যে তাঁহার প্রতি আত্ম-সমর্পনের উপাদান রাখিয়া দিয়াছেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন--

كل مولود يولد على فطرة الا سلام

"প্রত্যেক শিশু ইসলাম (আত্মসমর্পণ)-এর বিশুদ্ধ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, পরে তাহার পিতামাতা তাহাকে ইহুদী বা খ্রীষ্টান করে।" আত্মার প্রকৃতি যে পবিত্র তাহার প্রমাণ এই যে, কাহাকেও ভাল বলিলে সে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু চোরকে চোর বলিলে সে রাগিয়া উঠে। এ ক্রোধ কাহার? তাহার শুদ্ধ আত্মার। চোরকে সাধু বলিলে সে কখনও ক্রুদ্ধ হয় না বরং সন্তুষ্ট হয়। একজন কুৎসিত ব্যক্তিও সৌন্দর্য পছন্দ করে। তাহাকে কুৎসিৎ বলিলে সে রাগিবে। ইহার কারণ যে তাহাকে সৌন্দর্যের ছাঁচে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহার আত্মাকে খোদা সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বহিরাবরণের অসৌন্দর্যকে সে স্বীকার করে না। কুকর্মের কালিমাময় প্রলেপে সে তাহার আত্মাকেও কুরূপে সাজাইতে পারে, কিন্তু তাহার আত্ম সে রূপকেও স্বীকার করে না। আল্লাহ বলিয়াছেন,

لقد خلقنا الا نسان فى احسن تقويم

"নিশ্চয়ই আমরা মানবকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছাঁচে সৃষ্টি করিয়াছি।" (সুরা তীন)।

কুশিক্ষার ফলে কাহারও কাহারও আত্মার উপর এরূপ কঠিন আবরণ পড়িয়া যায় যে, সহজে বা অল্প আঘাতে সে আবরণ খসিয়া তাহার আত্মার প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হইতে পারে না। পাপের পরিমাণ অনুযায়ী কাহারও অল্প বিপদে আবার কাহারও মহা বিপদে সেই রূপ প্রকাশিত হয়। পবিত্র কোরআনে এই বিষয়ের এক চরম দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। আজীবন খোদা এবং তাঁহার রসুল হযরত মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে লড়িয়া ফেরাউন যখন হযরত মুসা (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী বনি ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া লোহিত সাগরে নিমজ্জমান হইল, তাহার চক্ষের সম্মুখে রাজ্য, মান, শান, শওকত সকলই নিরর্থক হইয়া গেল এবং মৃত্যু তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন সকল পার্থিব শৃঙ্খল মুক্ত তাহার আত্মা হইতে বড় করুণ কণ্ঠে স্রষ্টার প্রতি নিবেদন উৎসরিত হইল,

امنت انه لا اله الا الذى امنت به بنى اسرآ يل و انا من المسلمين ٥

"আমি বিশ্বাস করিতেছি যে, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই, যাঁহাকে বনি ইসরাইল বিশ্বাস করে, এবং আমি আত্ম সমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতেছি।" (সুরা ইউনুস—৯ম রুকু)।

যখন মানবজন্ম লাভ করিবার জন্য শুক্রকীট পিতার দেহ হইতে মাতৃগর্ভের জন্য নিষ্ক্রান্ত হয়, তখনই আল্লাহ্‌তায়ালা শুক্রকীটস্থ সুপ্ত আত্মার মধ্যে তাঁহার প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি গ্রহণ করেন। পবিত্র কারআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন—

و اذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على انفسهم ج الست بربكم قالوا بلى ٥

"যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানগণ হইতে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ বাহিয়া তাহাদের বংশধরগণকে নির্গত করেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য রাখেন এই বলিয়া, যে, "আমি কি তোমার রব নহি?" তাহারা উত্তর দেয়, "হাঁ। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি।" (সুরা আরাফ—২২শ রুকু)।

ফেরাউন এই আয়াতের এক মহা সাক্ষী। যখন মহা বিপদের সাজে সজ্জিত হইয়া মৃত্যুর রূপ ধরিয়া আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে 'আমি কি তোমার রব নহি?" প্রশ্ন ফেরাউনের আত্মার নিকট

উপস্থিত হইল, তখন তাহার আত্মা জীবন ব্যাপি স্বীয় খোদাদ্রোহিতার বিরুদ্ধে মুক্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়া উঠিল, হাঁ! আমি স্বীকার করিতেছি এবং তোমার নিকট মাথা নত করিতেছি।

আল্লাহ্‌তায়ালার দয়ার সীমা নাই। তিনি ফেরাউনের মরণ মূহুর্তের ঈমানকেও তাচ্ছিল্য করেন নাই। তিনি তাহার শেষ সময়ে আনীত ঈমানের পুরস্কারে তাহার দেহকে আজও নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়া দিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন—

فالیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة

"অতএব অদ্য আমরা তোমাকে তোমার দেহে রক্ষা করিব, যেন পরবর্তীগণের নিকট তুমি নিদর্শন হও।" (সুরা ইউনুস—৯ম রুকু)।

ফেরাউন মারা গিয়াছে কিন্তু তাহার মৃতদেহ আজও তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। যত দিন সে তাহার দেহে জীবিত ছিল, ততদিন সে মানুষের ঈমান হরণ করিয়াছিল, কিন্তু দেহ ছাড়িবার মূহুর্তে ঈমান আনার কল্যাণে তাহার পরিত্যক্ত প্রাণহীন দেহ আজ তাহার পক্ষ হইতে মানব-জাতিকে ঈমানের দিকে সতত আহ্বান জানাইতেছে। জীবনে সে সর্বশক্তি নিয়োগে খোদাকে অস্বীকার করিয়া গিয়াছে। কিন্তু মরণে তাহার প্রাণহীন অসহায় দেহ তাহার অবিশ্বাসী জীবন ও ভবিষ্যৎ অবিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধে আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের জলন্ত সাক্ষ্য স্বরূপ কালের কপালে নীরব ভয়ঙ্করে বিরাজ করিতেছে।

সকল পাপী বিপদ ও মৃত্যুর সময় অনুতাপ করে ও খোদাকে স্মরণ করে। এমন কি চরম নাস্তিকও মৃত্যুর সময় এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছে যে হয়ত কেহ আছেন।

কিন্তু পুণ্যাত্মাগণ কখনও বিপদের সময়ে বিচলিত হন না। তাহাদের কাহারও মনে খোদার উপর ক্ষনেকের জন্যও বিশ্বাস শিথিল হয় না। বরং তাহারা বিপদ সময়ে তাঁহাকে আরও বেশী স্মরণ করেন এবং তাঁহার উপর আরও বেশী বিশ্বাস রাখেন। এমন কখনও হয় নাই যে, কোন ওলি বা নবী মৃত্যুর সময়ে এ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কি জানি খোদা আছেন কি না। তাঁহারা বিনা ব্যতিক্রমে স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রশান্তি লইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

সুতরাং অসময়ে মাথা নত করা ও শাস্তিভোগ করা অপেক্ষা সময় থাকিতে মাথা নত করিয়া পুরস্কার লাভ করা উত্তম। আত্মার প্রকৃতির অনুকুলে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ইহার প্রতিকুলে পথ নাই। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—

فاقم وجهك للدین حنیفا ط فطر الله التی فطر الناس علیها ط لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ولكن اكثر الناس لا یعلمون ٥

"অতএব আল্লাহর প্রতি অনুরাগী হইয়া সত্য ধর্মের দিকে মুখ স্থির কর, যে প্রকৃতি আল্লাহর সৃষ্ট এবং যে প্রকৃতিতে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে কেহ পরিবর্তন করিতে পারিবে না। ইহাই সত্য ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা বুঝে না।"

(সুরা রুম—৪র্থ রুকু)।

আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষের সত্তাকে সৎ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ মানিয়া পুণ্য পথে চলা এবং পাপ বর্জন করাই মানব-প্রকৃতির সহিত সংগতি-সম্পন্ন। তাই পাপীর আত্মাও পাপকে ঘৃণা করে এবং সাধুতাকে পছন্দ করে। চোরকে চোর বলিলে রাগে, কিন্তু তাহাকে ভালো মানুষ বলিলে খুশী হয়। যেহেতু মানুষের আত্মার প্রকৃতি সৎ, সেইজন্য সে পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য সুযোগ পাইলেই, আল্লাহ্ -

তায়ালার নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া অবনত মস্তকে অপরাধ স্বীকার করিয়া মুক্তির আবেদন জানায়। আল্লাহতায়ালার প্রতি তাহার আত্ম-সমর্পনের এই প্রকৃতিকে পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কোনো না কোনো অবস্থায় যাইয়া মানবাত্মাকে আত্মসমর্পন করিতেই হইবে। সুতরাং বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়া খোদাকে অস্বীকার করিয়া বিপদ ও ধ্বংসকে ডাকার কোন যুক্তি নাই।

যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বে সক্রীয় অস্বীকৃতি মানবকে বিপথে চালিত করিয়া তাহাকে বিপদের সম্মুখীন করিয়া পরিণামে আবার তাহাকে আত্ম-সমর্পণের দ্বারেই আনিয়া ফেলে, অতএব আল্লাহ্‌-তায়ালার দিকে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া বসিয়া না থাকিয়া, আত্মার প্রকৃতির অনুসরণ করাই নাস্তিকেরও কর্তব্য। অবশ্য নিষ্ক্রিয় নাস্তিকতার জন্য আল্লাহ্‌-তায়ালা মানুষকে এ দুনিয়ায় গ্রেপ্তার করেন না। উহার জন্য পরকালে দুর্ভোগ নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু আমরা পূর্বে যেরূপ আলোচনা করিয়াছি, অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে বিদ্যুতের ঝলকের ন্যায় তাহারও জীবনে বিপদ আপদের সময় উদ্ধারের জন্য বিবেকের কণ্ঠ দিয়া পরম দয়াময় ও রক্ষাকারী আল্লাহ্‌তায়ালার নাম স্বতঃই বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং খোদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিবেকের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করার উপায় কাহারও নাই।

খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে এ যাবৎ আমরা যুক্তিমূলক প্রমাণ দিয়া আসিলাম। এ আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, বিশ্বের এক স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং ত্রাণকর্তা থাকা প্রয়োজন। দূর হইতে ধুঁয়া দেখিয়া যেমন আমরা উহার তলে আগুন থাকা সিদ্ধান্ত করি, আমাদের এতক্ষণের আলোচনা তদ্রূপ আমাদিগকে আল্লাহ্‌-তায়ালার অস্তিত্বের সিদ্ধান্তে পৌঁছায়।

কিন্তু এতদ্বারা তিনি যে সুনিশ্চিত আছেন, তাহা প্রমাণ হয় না। আগুন সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাদিগকে হাঁটিয়া আগুনের কাছে যাইয়া উহাকে পর্যবেক্ষণ করিয়া আমাদিগের সিদ্ধান্তকে স্থিরিকৃত করিতে হয়। তদনুযায়ী আমরা এখন এই পর্যায়ের প্রমাণ উপস্থিত করিব। (চলবে)

★

পাঠক! নতুন বৎসরের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুণ।

নুতন দিন শুরু হবার সাথে সাথে উহা নুতন কর্ম ও নতুন দায়িত্ব নিয়ে আসে এবং তারি সাথে উন্নতির নতুন পথ খুলে দেয় আমাদের শুমুখে।

মোমেনের জন্য প্রতিটি দিন শুভ হয় এবং তার প্রতিটি নতুন দিন, প্রথম দিন হতে আরও বেশী শুভ আরও বেশী উন্নতির দিন হয়।

রসুল করীম (সাঃ বলেছেন,

المغبون من استوى يوما ه -

"সেই ব্যক্তির জন্য বড়ই দুঃখ, যার দুই দিন একভাবে যায়।" কারণ গাফেলদের দিন গল্প, হাসি ও রংতামসায় কেটে যায়। তাদের জীবনে প্রতিটি দিন আসে না শুভ হয়ে, না উন্নতি নিয়ে। কিন্তু মোমেনের বেলায় তার ঠিক বিপরীত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন,

انت الشيخ المسيح الذى لايضاع وقته -

"তুমি সেই মহান মসীহ্ যার সময় কখনও নষ্ট হবে না।" এই এলহাম দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা সকলকে এবং বিশেষ করে জমাআতে আহ্‌মদীয়াকে উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন নিজেদের সময় ঠাট্টা, গল্প, রংতামসায় অবহেলা করে কাটিয়ে না দিই।

আমরা আজ দেখিতে পাচ্ছি যে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ উন্নতির জন্য অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে। সময়রে মূল্য খুব বেশী এটা সকলের বুঝা দরকার। প্রবাদ বাক্য আছে, "Time is money'।

যে ব্যক্তি নিজের সময় বাজে কাজে নষ্ট করে, সে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও দৈহিক উন্নতির দিক হতে অনেক পিছনে রয়ে যায়। অতঃপর সে জীবনের দৌড়ে কখনও আগে বাড়তে সক্ষম হয় না। এই জন্য জমাআতে আহ্‌মদীদের প্রতিটি ব্যক্তির সময়ের মূল্য বোধ অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী এবং হওয়াও উচিৎ। আমাদের চেষ্টিত হওয়া উচিৎ যে আমাদের কোন মূহূর্ত বাজে কাজে নষ্ট না হয়। আসুন আমরা আজ আবার নতুন বৎসরের প্রারম্ভে এই শপথ গ্রহণ করি যেন, আমাদের প্রতিটি মূহূর্ত, প্রতিটি সেকেণ্ড, প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি দিন, প্রতিটি সপ্তাহ, প্রতিটি মাস, প্রতিটি বৎসর, খোদা ও তার রসুলের আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করি।

আমরা গত বৎসরের ভুল ত্রুটি যা হয়েছে তার যথার্থ পূরণ করার চেষ্টা করব এবং এরই সাথে আমরা সহৃদয় পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি যেন তাঁরাও আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন।

পাঠক শুনে খুশী হইবেন যে এবার আমরা বৎসরের শুরুতে "আহ্‌মদী"—তে আরও একটি নতুন প্রসঙ্গ "ছোটদের পাতা" নামে ধারাবাহিকভাবে বার করছি। আমরা আহ্‌মদী ভাই বোন, তিনি বড়ই হন বা ছোট, লেখার দিক দিয়ে কাচা তাদেরও কাছে লেখা পাঠাবার অনুরোধ করছি। আমরা আনন্দিত হব যদি ভাই বোনেরা বেশী বেশী লেখা পাঠান। অবিভাবকদের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ যেন তারা নিজেদের ছেলে মেয়েদের লিখা আমাদের পাঠান। এই ভাবে আমরা আপনাদের নিকট হতে পত্রিকাকে কিভাবে সুন্দর করা যায় বা পত্রিকার সম্বন্ধে অন্য কিছু বলার থাকলে আমাদের জানাবেন আমরা তাতে খুশী হব।

শেষে দোওয়ার সাথে আমরা এবারের নতুন বৎসর শুরু করলাম। আল্লাহ্ আমাদের সহায়তা করুন যাঁর জন্য সমস্ত প্রসংশা। (ম্যানেজার)

★

বেহেস্ত

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

নেক আত্মা ইহজগতে তাঁহার অবস্থান স্থল 'দিল' পরিত্যাগ করিয়া দুনিয়ার জীবনের নেক কর্ম-সমূহ দ্বারা গঠিত "আমলের" জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম বাহন অবলম্বন করিয়া পরলোকের যে স্তরে উপনীত হইয়া ইহজীবনে আল্লাহ্ প্রদত্ত বৃত্তি সমূহ বিবেক অনুমোদিত ধর্মপথে পরিচালিত করিবার সুফল পূর্ণভাবে দর্শন ও উপভোগ করিতে পাইবে; সেই জ্যোতির্ময় স্তর আল্লাহ্‌র কালামে বেহেস্ত বলিয়া অভিহিত।

আল্লাহ্‌তায়ালা যেমন স্বাধীন ইচ্ছায় দুনিয়াকে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করিয়া সৃজন করিয়াছেন; তেমনি তিনি তাঁহার মহান প্রতিনিধি মানবকে ইহ জীবনের সীমার মধ্যে স্বাধীন ভাবে আপন ইচ্ছা ও কর্ম দ্বারা পরলোকে সূক্ষ্মদেহী আত্মার অবস্থান স্থল বেহেস্তকে সুসজ্জিতভাবে তৈরীর অধিকার প্রদান করিয়াছেন মায়াময় জড় জীবনের অবসানে যথায় আত্ম ইহজীবনের নেক কর্ম সমূহের গৌরবময় ফল পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও শান্তির সহিত উপভোগ করিতে পারেন।

অদৃশ্য বেহেস্তকে মানুষ কিভাবে গড়িয়া তুলিবে এবং কিভাবে তাহার প্রস্তুত নিবে? পরম করুণাময় তাই তথাকার জীবনধারার আদান প্রদান করিয়া মুমিনের সম্মুখে তাঁহার ধারণাতীত বেহেস্তের এক মনোরম নকশা তুলিয়া ধরিয়াছেন। যথায় ফুলে ফলে শুশোভিত বাগান রহিয়াছে, যাহার তলদেশ দিয় পবিত্র সুধা ও মধু বহনকারী নহর সমূহ সদা প্রবাহমান।

আল্লাহ্‌তায়ালা বাগানের সঙ্গে বেহেস্তের মেছাল প্রদান করিয়া বেহেস্ত তৈরীর গভীর হেকমত বর্ণনা করিয়াছেন। বাগানে উত্তম ফল পাইতে হইলে উত্তম বীজ চাই। বীজের জন্য আগাছা শূন্য উত্তম ক্ষেত্র চাই। বীজ বপনের পর চাহিদানুযায়ী যথা-রীতি উপযুক্ত সার পানির প্রয়োজনও মিটাইতে হয়। বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য সর্বদা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনও একান্ত প্রয়োজন। বাগানের বৃক্ষ সমূহের প্রতি সমভাবে তীক্ষ্ম ও সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়, যাতে যত্নের তারতম্যের কারণে কোন বৃক্ষের ফলের আকার ও স্বাদের মধ্যে ব্যাঘাত না ঘটে। বৃক্ষ ও ফল যাতে সহজে রোগাক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট না হইয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও জানিয়া লইতে হয়।

বৃক্ষের মধ্যে নানা শ্রেনীভেদ দেখা যায়। ফলে ফলেও অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্বাদে, গন্ধেও সমূহ প্রভেদ। কোন ফল দর্শনের দিক দিয়া আকর্ষনীয় বা তত ভাল বোধ না হইলেও অবস্থা ভেদে স্বাস্থের জন্য মহোপকারী জান্নাত বা বেহেস্তের অবস্থা ও ব্যবস্থা দুনিয়ার বাগানেরই অনুরূপ। সকল নেক অনুষ্ঠানের প্রতি সমভাবে যত্ন নিতে হয়। জেহাদ, হিজরত ইত্যাদি নেক অনুষ্ঠান বাহ্যতঃ কঠোর বোধ হইলেও মুমিনের জীবনে ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে, সকল নেক কর্ম সমূহের মধ্যে যেমন পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার ফলের মধ্যেও বিভিন্নতা বিদ্যমান।

বাগান তৈরীর পর মালীককে পরিপক্ক ফল লাভের আশায় ধৈর্য্যসহকারে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়।

মালীকের ইচ্ছানুযায়ী রোপিত সারিবদ্ধ বৃক্ষ সমূহ যথানিয়মে মালীকের অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা ত্যাগ ও সেবা যত্নের ভিতর দিয়া অনুকুল প্রতিকুল অবস্থা অতিক্রম করিয়া পূর্ণ পরিণতিতে যখন ফুলে ফলে শুশোভিত হইয়া স্বগৌরবে সুষমা ও সৌরভ বিস্তার করিয়া মালীককে আহ্বান জানাইয়া থাকে। মালিক তখন বাগানের জন্য অতীতের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়া কতই না আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। তাঁহার শ্রম, সাধনা, ত্যাগ ও ধৈর্যের আশানুরূপ পুরস্কার ও সুস্বাদু বিনিময় ফল লাভ করিয়া গৌরব, বরং তৃপ্তি এবং সুখ অনুভব করিয়া থাকে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বাগানের উপমার মধ্যে রূপক ভাবে মুমিনের আধ্যাত্মিক বাগান বেহেস্তের সাদৃশ্যের কথাকেই মর্যাদা সুলভ—উপায়ে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে বেহেস্তে জড় উপাদানের কোন স্থান নাই। তথায় রহিয়াছে আধ্যাত্মিক উপকরণ ও উপাদান সমূহ। বাগানের পরিপক্ষে ফলের জন্য যেমন যত্ন, ত্যাগ ও ধৈর্যের প্রয়োজন, নেক কর্ম্ম সমূহের সুফল লাভ করিতে হইলে তেমনি চেষ্টা, যত্ন, ত্যাগ ও ধৈর্যের প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহা না হইলে সেই সুস্বাদু ফলের আশা করা যায় না। আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাহারা অনুকুল অবস্থায় আনন্দে আত্মহারা না হইয়া শোকর আদায় করে এবং বিপদে অধীর না হইয়া ধৈর্যের সহিত আল্লাহ্‌র সাহায্য অন্বেষণ করিয়া থাকে তাহারাই সেই নেক ফলের অধিকারী হইতে পারে। ব্যাথিত হৃদয়ের প্রার্থনা ও বিগলিত চিত্তের করুন অশ্রু বর্ষণে সেই বাগানকে সিক্ত রাখিতে হয়। তবেই সেই বাগানে প্রার্থনার ফুল ফুটে এবং আল্লাহ্‌র আশীসে যথা নিয়মে ফলে পরিণত হইয়া থাকে।

বৃক্ষের মূল ছিন্ন হইয়া গেলে বৃক্ষ যেমন ফল প্রদান করিতে অক্ষম হইয়া যায়, তেমনি মানুষের ইহা জীবনের অবসানের পর কোন কাজ করিয়া পূণ্য লাভের উপায় থাকে না। তবে মুমিনের কর্ম্মময় জীবনের পেছনে নেক আওলাদের ন্যায় ক্রমশঃ বহু নেক কর্ম্ম থাকিয়া যায়, যাহা দীর্ঘকাল ফল প্রদান কারী বৃক্ষের ন্যায় পূণ্যের সুফল প্রদান করিতে থাকিবে।

মুমিনের আত্মা বেহেস্তে প্রবেশ লাভের পর মালীকের দর্শন লাভ করিয়া বেহেস্তের বাগানখানা আনন্দ মুখর হইয়া উঠিবে। বেহেস্তের জীবনে দুনিয়ার জিন্দেগীর প্রত্যেকটি নেক অনুষ্ঠান ফলে ফুলে শুশোভিত বৃক্ষের ন্যায় সৌরভ বিস্তার করিয়া আত্মাকে স্বাগতম জানাইতে থাকিবে। বেহেস্তের সৌরভে আকৃষ্ট আনন্দিত আত্মা তথাকার মনোরম দৃশ্যাবলী অবলোকন ও উপভোগ করিয়া পরমানন্দে পবিত্র সাথী ও সঙ্গিনীগণ সহ বিচরণ করিতে থাকিবে।

সুস্থ নেক আত্মা উপলব্ধি করিতে পারিবে দুনিয়ার জীবনে তাঁহার নেক কর্ম্মের প্রতি আগ্রহ ও আন্তরিকতা বেহেস্তের বাগানের পরিবেশকে শুশোভিত ও আকর্ষনীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার ন্যায়পরায়নতার ও সত্যবাদীতার আকর্ষনে আল্লার নূরঅবতীর্ণ হইয়া বাগানকে পবিত্র ও জ্যোতির্ময় করিয়া রাখিয়াছে। নবীর প্রতি মহব্বত ও নবীর শিক্ষা এবং আদর্শের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন বেহেস্তের জীবনে তাঁহাকে ব্যাপক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী করিয়াছে। দুঃখীজন ও সৃষ্টির প্রতি নিঃস্বার্থ দয়া তাঁহাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অসীম করুণার অধিকারী করিয়াছে।

নেক আত্মা তাঁহার ঈমান-রূপ বৃক্ষের সুফল লাভের আশায় এবং ইহা বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার ভয়ে সর্বদা সতর্ক থাকিয়া ইহাকে সংরক্ষন ও সজীব রাখিবার জন্য দুনিয়ার জীবনের ক্লেশ, ত্যাগ ও আশা, আকাঙ্খা বেহেস্তের বাগানে ফুলে, ফলে এবং প্রতিটি পত্র পল্লবে প্রতিফলিত ও শুশোভিত

দেখিতে পাইবে। দুনিয়ায় জীবনে হৃদয় হইতে উত্থিত আল্লাহ্‌র প্রতি হৃদয় নিংড়ানো প্রেমের ফল্গুধার যাহা ক্ষীনভাবে প্রবাহিত থাকিয়া আল্লাহ্‌র অফুরন্ত আশিসের ধারাকে আকর্ষন করিতেছিল, বেহেস্তের জীবনে তাহা পূর্ণ মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া নহরের রূপ নিয়া পূর্ণভাবে প্রেম রূপ পবিত্র সুধা ও মধুর ন্যায় সংগৃহীত পুন্যের ফল বহন করিয়া বেগে প্রবাহমান দেখিতে পাইবে। আত্মা উপলব্ধি করিতে পারিবে যে দুনিয়ার জীবনে ক্ষীনভাবে প্রবাহিত উল্লেখিত দুইটি ধারা অধিকতর প্রশস্ত ও ক্ষীপ্র গতিতে প্রবাহমান থাকিয়া বেহেস্তের জীবনকে পূর্ণ মাত্রায় সুখময় ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া রাখিয়াছে। পরিতোষ প্রাপ্ত আত্মা আনন্দ বোধ করিতে থাকিবে, যেহেতু গাফুরুর রহিম নিজ করুণায় তাহার ত্রুটী সমুহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অপর দিকে তাঁহার সামান্য ত্যাগকেও ব্যার্থ হইতে দেন নাই। দেখিতে পাইবে তাহার সানান্য সামান্য নেক কর্মসমুহের সুফল আল্লাহ্‌র আশিসে অধিকতর বর্ধিত হইয়া জ্যোতিতে আচ্ছাদিত বড় আকারের বিভিন্ন ফলে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র প্রতি তাহার গভীর প্রেমে বর্ধিত হইয়া ফলের মধ্যে হৃদয় স্নিগ্ধকারী রসে পরিণত হইয়া আছে। তাহার নিশিথ রাতের করুণ প্রার্থনা বা জিকির ফলের মধ্যে তৃপ্তিদায়ক মিষ্টি রূপে অবস্থান করিতেছে। সুখে দুঃখে ও সম্পদে বিপদে আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্তিম সন্তুষ্টি ও তারিফ ফলের মধ্য হইতে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে।

নেক বান্দা বেহেস্তের বাগানের ফল ভোগ করিয়া আশ্চার্যান্বিত হইয়া যাইবে। একি! ইহাত ঠিক সেই সুস্বাদু ফল দুনিয়ার জীবনেও অনেক বার দোয়ার কবুলিয়তের মাধ্যমে লাভ করিতে পারিয়াছেন। বেহেস্তে প্রবেশ লাভের পর পূর্ণভাবে আত্মার দর্শন শক্তি উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। আত্মা স্পষ্টভাবে আপন কসর্মমুহের সুফল লাভের কারণ উপলব্ধি করিতে পারিবে বুঝিতে পারিবে যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসই এবং সেই মহিমান্বিত বৃক্ষের জীবন। আর ইহা সেই উত্তম বীজেরই ফল, যাহা নবী কতৃক বদলে উপ্ত হইয়াছিল। নবীর প্রতি কৃতজ্ঞতার অভি ব্যক্তিরূপে আত্মা হইতে আনন্দের সহিত দরুদ উত্থিত হইতে থাকিবে। ফলে আল্লাহ্‌র আশিসের দরজা সমুহ উন্মুক্ত হইয়া যাইতে থাকিবে। আশিসের পর আশিস অবতীর্ণ হইতে থাকিবে। নেক বান্দা তাহার সাধনা ত্যাগ ও কর্মের বিনিময় ফল এবং ধৈর্যের গৌরবময় পুরস্কার লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি ও শান্তি-সুখ অনুভব করিতে থাকিবে।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে আনন্দিত আত্মাতে প্রভুর জয়গান, একত্বের পবিত্রতা, প্রসংসা কীর্ত্তনে বেহেস্তের বাগান সর্বদা আনন্দমুখর হইয়া রহিয়াছে। পবিত্র অত্মার উপর আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট। নেক আত্মাও আল্লাহ্‌র মহান ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সম্পূর্ণ রাজি। যথায় আর কোন দুঃখ কষ্টের কারণ নাই। আল্লাহ্‌ সন্তুটির সহিত আত্মার মধ্যে তাঁহার অধিকতর নৈকট্য লাভের দরজা সমুহ উন্মুক্ত করিয়া দিতে থাকেন। আত্মা স্বর্গীয় জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া পরমানন্দে দরজার পর দরজা সমুহ অতিক্রম করিয়া অনন্ত পথে অগ্রগামী হইতে থাকিবে। আত্মা সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে দুনিয়ার জীবনে তার অক্লান্ত সাধনা সেই মহামান্বিত বৃক্ষের জীবনী শক্তিকে বর্দ্ধিত করিয়া চিরজীবি করিয়া রাখিয়াছে এবং প্রতিটি শাখা ফলভারে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে, যাহা দুনিয়ার জীবনে অংশিক সুফল প্রদান করিয়াই শেষ হইয়া যায় নাই। দীর্ঘকাল ফল প্রদানকারী বৃক্ষের ন্যায় তাহা পরকালেও স্বাদে গন্ধে ও অপরিমেয় মিষ্টি রসে পরিপূর্ণ হৃদয় স্নিগ্ধকারী তৃপ্তিদায়ক সদা আল্লাহ্‌র আশিসরূপ সুফল প্রদান করিতে থাকিবে। পবিত্র তিনি, সর্বপ্রকার প্রসংসার মালীক যিনি। তিনি ছাড়া আর কেহই উপাস্য নাই।

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)

কোরআন শিক্ষার বিষয় আমাদের জামাতের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুসি সাহেবান, আনসারুল্লাহ্, খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার মজলিস সমূহ এবং লাজনাত আমাউল্লাহ্‌র উচিত, এই প্রসঙ্গে তাহাদের দায়িত্বাবলী পূর্ণ আন্তরিকতা, ও উদ্যম এবং হিম্মতের সহিত পালন করা আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, সর্বতোভাবে সর্বক্ষণ কোরআনের জ্ঞান, তত্ব ও তথ্য আহরণে প্রাণপন চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা।

মসজিদ মোবারক, রাবওয়া ৪ই শাহাদাত (৪ই এপ্রিল),—সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর বলেন ঃ—

মোশাওরাতের দিনগুলিতে ভীষণ কাশী থাকা কালীনও কাজ করিতে হইয়াছিল, যাহার ফলে স্বভাবতঃই দেহে ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করি। যেমনই হউক, সেই কর্ত্তব্য ও আল্লাহ্‌তায়ালার কৃপা ও ক্ষমতাদানে সমাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালাই রক্ষাকারী। কিন্তু এখন যেহেতু টাইফয়েড হইতে বাঁচিবার জন্য (সতর্কতামূলক ব্যবস্থারূপে) টীকা লাগাইবার সময় সেজন্য আমি টীকা লইয়াছি। তাহার ফলে দুই তিন দিন যাবৎ সমস্ত শরীরে ভীষণ ব্যথা, মাথাধরা ও জ্বর এবং অস্থিরতা রহিয়াছে এবং এখনও অব্যাহত আছে, যদিও আজ অল্পমাত্রায় কমিয়াছে। কাশীতেও আল্লাহ্‌র ফজলে পার্থক্য বোধ করিতেছি। কিন্তু দুর্বলতা খুব বেশী। এতদসত্ত্বও, যেহেতু কোরআন শিক্ষার বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই সেজন্য আমি ইহা প্রয়োজনীয় মনে করিলাম যে, আমার অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি এই খোৎবার দ্বারা জামাতের সামনে সংক্ষেপে সেই কথাগুলি ব্যক্ত করি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি দেই।

সর্বপ্রথম আমি ওসিয়তকারী ভ্রাতাদিগকে সম্বোধন করিতে চাই। অল্প কিছু কাল পূর্বে ওসিয়তকারী পুরুষ ও মহিলাগণের সংগঠন কায়েম করা হইয়াছিল এবং আমার ইচ্ছা ছিল কতকগুলি কাজ তাহাদের সুপর্দ্দ করা, কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি হইতে থাকে। শুধু সংগঠনই কায়েম হয় এবং সম্ভবতঃ উহাতেও কিছু শিথিলতা আসিয়াছে। কেননা এখনও তাহাদের দ্বারা কোন কাজ নেওয়া হয় নাই। খোদাতায়ালার ইচ্ছা ছিল যে, এই সংগঠনটি কোরআন করীম শেখা ও শেখানোর সহিত তাহার কাজ যেন শুরু করে। এজন্য যেখানে যেখানে এই সংগঠন কায়েম আছে, সেখানে তাহাদের প্রেসিডেন্টগণ এবং ওসিয়তকারিনী স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন তিনি যেন এক মাসের মধ্যে খোঁজ লইয়া নিম্নতথ্য সম্বলিত বিবরণী পাঠান ঃ—

(১) তাঁহাদের হালকায় কতজন মুসি (ওসিয়তকারী) আছেন ?

(২) তাঁহাদের মধ্য হইতে কতজন কোরআন দেখিয়া পড়িতে জানেন ?

(৩) যাঁহারা দেখিয়া পড়িতে জানেন, তাঁহাদের মধ্যে কতজন তরজমা (অর্থ) জানেন ?

(৪) যে সকল মুসি এবং মুসিয়াগণ কোরআনের

তরজমা জানেন, তন্মধ্যে কতজন কোরআন করীমের তফসীর (তত্বপূর্ণ ব্যক্ষা) শিখিতে চেষ্টিত থাকেন।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) ওসিয়তের নেযামের ভিত্তি ধন-সম্পদের দশম অংশ আল্লাহ্‌র পথে দান করার উপরে রাখেন নাই, বরং ইহা একটি নিম্নস্তরের মান যাহা মুসিদিগের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। যে প্রকৃত উদ্দেশ্যের জন্য নেযামে-ওসিয়তকে কায়েম করা হইয়াছিল, উহা ছিল কামেল তাক্‌ওয়া লাভ করা এবং মানুষকে তাহার যোগ্যতানুযায়ী সেই অধ্যাত্মিক উচ্চমর্যাদা সমূহ অর্জনের জন্য সুযোগ সুবিধা বিধান করা, যাহা মানুষ তাহার রবের নিকট হইতে নব-জীবন প্রাপ্তির পর লাভ করিতে পারে। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) একটি চূড়ান্ত বাক্যের দ্বারা, প্রত্যেক ওসিয়তকারীর উপরে এই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করেন। তিনি বলেন :—

"তৃতীয় শর্ত, এই কবরস্থানে যাঁহারা সমাহিত হইবেন, তাঁহারা হইবেন মোত্তাকী সর্বপ্রকার হারাম হইতে আত্ম-রক্ষাকারী, শেরেক ও বেদাতের কার্য হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ, খাঁটি ও সরলান্তঃকরণ বিশিষ্ট মুসলমান।"

(আল্‌-ওসিয়ত পৃঃ ৩১)

প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার একটি দলের অস্তিত্ব বিধানের উদ্দেশ্যেই গৌরবময় সেলসেলা আহ্‌মদীয়ার ভিত্তি পত্তন করা হয়; তথা এমন একটি জামাতও যেন কায়েম হয়, যাহারা প্রত্যেক প্রকারের ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করিয়া নিজ আত্মার মধ্যে দীনে-ইসলামকে কায়েম করে এবং পৃথিবীময় ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করে। ইহা স্পষ্ট কথা যে, কোন মুসি যদি কোরআন করীমের জ্ঞানই লাভ না করিয়া থাকে, তবে সে কি করিয়া এই তৃতীয় শর্ত্তকে পূরণ করিতে পারে? সে ইহা কখনও পূরণ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। সুতরাং নেযামে ওসিয়তের মৌলিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক যে, প্রত্যেক মুসি যেন কোরআন পাঠ করিতে পারে, উহার তরজমা জানে এবং উহার তফসীরগত জ্ঞান ও তত্ব লাভের জন্য সর্বদা প্রাণপন চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে।

কোরআন করীমের তফসির উহার তরজমার ন্যায় এমন বস্তু নয় যে, উহা পড়িলেই আয়ত্তে আসে এবং আর কিছু করিবার থাকে না। কেন না কোরআন করীমে ত জ্ঞানের অসীম ও অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। কাজেই আমি ইহা বলিতেছি না যে, প্রত্যেক মুসিই তফসির জানে। পৃথিবীতে আমরা এমন কোন ব্যক্তি দেখিতে পাইব না যে, কোরআনের পূর্ণ তফসির জানে। কেননা এই সংরক্ষিত সূক্ষ্মতত্বপূর্ণ কেতাব হইতে নিত্য নতুন জ্ঞান, তত্ব ও তথ্য প্রকাশ হইতে থাকিবে এবং উহা মানুষের জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে থাকিবে। কোরআন করীম বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানেরদিকে মানুষকে পথ-প্রদর্শন করে।

মোটকথা, কোরআন করীমের তফসিরের জ্ঞান পূরাপূরিভাবে হাসিল করা ত সম্ভবপর নয়। তবে ইহা সম্ভবপর এবং প্রত্যেক মুসলমানের ইহা কর্ত্তব্য, (বিশেষতঃ নিযামে ওসিয়তের সূত্রে গ্রথিত সকল ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য) যে, এবং তাহারা যেন সর্ব্বতোভাবে সর্বক্ষণ কোরআনের জ্ঞানরাজি আহরনের চেষ্টায় নিমগ্ন থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাহাদের চেষ্টায় বরকত দিতে থাকেন। যদি মুসিগণ কোরআন করীম সম্পর্কে অমনোযোগী ও অজ্ঞ থাকেন, তাহা হইলে তাহারা মুসি হওয়ার বুনিয়াদী শর্ত্ত পূরণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যে ওসিয়ত করিয়াছে, তাহার জন্য ইহা বাধ্যতামূলক কর যে, সে যেন কোরআন দেখিয়া পাঠ করিতে পারে; সে যেন কোরআনের তরজমা জানে এবং উহার তফসির অধ্যয়নে চেষ্টিত থাকে। যদি পূর্বে তাহার গাফলতী হইয়া থাকে তবে উহা দূর করা উচিত। আমি মনে করি যে, এক

মাসের সময় যথেষ্ট। ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যেক মুসির স্ব স্ব যোগ্যতানুযায়ী কোরআন করীম জানা উচিত। বয়স্ক পল্লী নিবাসী মুসিগণ অবশ্য বুজুর্গানের নিকট হইতে শুনিয়া বেশ কিছুটা কোরআনের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোরআনের নির্দ্দেশাবলী সম্ভবতঃ তাহাদের চাইতেও বেশী জ্ঞাত আছেন, যাঁহারা রিতীমত জামেয়া আহ্‌মদীয়ায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আমি মনে করি যে, ঐ প্রকার ব্যক্তিদিগেরও এই দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত যে, তাঁহারা যেন কোরআন পড়া এবং উহার তরজমা শিখেন; অতঃপর তফসীর পড়িয়া নিজেদের জ্ঞান বাড়াইবার চেষ্টা করেন। প্রচেষ্টা যদি নিরঙ্কুষ সদইচ্ছা ভিত্তিক হয়, তাহা হইলে উহা সার্থক চেষ্টা সুচিত সুফলের অধিকারী হয়। চেষ্টা যদি এমন হয়, যাহা প্রতিকুল অবস্থা বশতঃ, অথবা আল্লাহ্‌তায়ালার অন্য কোন অভিপ্রায় বা রহস্য বশতঃ আপন সফলতাপূর্ণ সমাপ্তিতে পৌঁছিতে না পারে, তবুও উহা আন্তরিকতা-পূর্ণ সদইচ্ছার কারণে সেই সুফলই লাভ করে, যাহা আল্লাহ্‌র দেওয়া তৌফিকে সুপরি সমাপ্তি লাভ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যাঁহারা বদরের যুদ্ধে (যাহা ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল) অংশ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের দুই প্রকার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার লোক তাঁহারা ছিলেন, যাঁহাদের চেষ্টা সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই শেষ হইয়া যায়। তাঁহারা শাহাদত বরণ করেন এইভাবে সেখানে তাঁহার আল্লাহ্‌রপথে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করেন। কিন্তু কিছু আরও ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা বদরের রনাঙ্গনেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নির্ভয়ে মৃত্যুর সহিত খেলা করেন এবং উহার পরও প্রত্যেক রনাঙ্গনে এবং প্রত্যেক সাধনা ক্ষেত্রে তাঁহারা আন্তরিকতাপূর্ণসদইচ্ছা এবং আল্লাহ্‌ তায়ালার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ প্রেম পূর্ণ সম্পর্কের স্বতঃস্ফূর্ত পরিচয় প্রদান করেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই সকল ব্যক্তির কুরবানীর পরিধি প্রথম উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে কুরবানী দিয়াছিলেন, তাহা হইতে পৃথক এবং বিরাট-কারের মনে হয়। যদিও তাঁহাদের শাহাদাত বরণের পর আরও কুরবানী পেশ করার সুযোগ ও সময় নিঃশেষিত হইয়া বিচার ও পুরস্কার প্রাপ্তির সময় আরম্ভ হয়, কিন্তু ইহা বলা যায় না যে যাঁহাদের ত্যাগ ও কুরবানীর সুযোগ ও সময় ইসলামের প্রারম্ভেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের পুরস্কার সেই ব্যক্তিদের পুরস্কারের তুলনায় কম হইবে, যাঁহাদের ত্যাগ ও কুরবানীর সুযোগ ও সময় দীর্ঘ কাল যাবৎ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কেন না যাঁহাদের কুরবানীর সময় ইসলামের প্রথমভাগেই শেষ হইয়াছিল, তাঁহাদের নিয়ত এবং আন্তরিকতার লক্ষ ইহা ছিল না যে, তাঁহার যেন সীমিত কালের জন্য কুরবানী দেন, অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে গাফিল হইয়া যান এবং মোহাম্মাদ (সাঃ) হইতে দূরে সরার পথ অবলম্বন করেন। বরং তাঁহাদের অন্তরে এই উদ্দীপনাই ছিল যে তাঁহারা, যেন নিজেদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি ও আল্লাহ্‌ তায়ালার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেন, এবং যখন পর্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস রহিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের নিয়ত অনুযায়ী কুরবানী দিতে থাকেন এবং যখন আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁহার পূর্ণ প্রজ্ঞানুযায়ী তাঁহাদের কুরবানী এবং আমলের সময়ের সমাপ্তি ঘটাইয়া তাঁহাদের বিচার ও সাওয়াব এবং পুরস্কার দানের সময়ের সুচনা করেন, তখন তাঁহারা এই আগ্রহ ও আকাঙ্খা লইয়া ইহলোক হইতে পরো-লোকে প্রস্থান করেন যে, আল্লাহ্‌ যদি তাঁহাদিগকে পুনর্বার জীবন দান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুরূপ ভাবেই মৃত্যুর সহিত কোলাকুলী করিবেন, তার পরও আল্লাহ্‌ যদি তাঁহাদিগকে পুনরায়

জীবন দান করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা তদ্রূপই করিবেন। এই উদ্দীপনা লইয়াই তাঁহারা এই দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। এজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের এই পবিত্র আবেগভরা আকাঙ্খার পুরস্কার অন্যান্যদের পুরস্কারের সমানই তাঁহাদিগকেও দান করেন।

যদি কোন মুসি ইহা চিন্তা করেন যে, এখন তাঁহার বয়স পাচত্তুর (৭৫) বৎসর এবং আজ পর্যন্ত তিনি কখনও ও কোরআন পড়িবার চেষ্টা করেন নাই; যদি এখন তিনি কোরআন পড়া এবং শিখা আরম্ভ করেন, তবে তিনি উহা শেষ করিতে পারিবেন না, এক্ষেত্রে তাঁহাকে আমি একথা বলিব যে, যে দৃষ্টান্ত আমি এখনই দিয়াছি, উহার উপরে গভীর ভাবে চিন্তা কর। যদি তুমি কোরআন করীম পড়া, অথবা উহার তরজমা শিখা, অথবা উহার তফসীর শিখা আরম্ভ করিয়া দাও; অতঃপর যদি একটি আয়াত পড়ার পর তুমি এই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ কর, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে সেই পুরস্কারই প্রদান করিবেন, যাহা তিনি তাহাদিগের জন্য নির্দ্ধারিত করেন, যাহারা তাঁহার পক্ষ হইতে তৌফিক পাইয়া সমস্ত কোরআন দেখিয়া পাঠ করার ও উহার তরজমা শিখার এবং উহার তফসীর জানার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। কেননা যে চেষ্টা অসৎ ইচ্ছার কারণে নয়, বরং আসমানী ফয়সালার (ঐশী-মীমাংসার) ফলে বাহ্যঃ দৃষ্টিতে বিফল বা রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, উহা প্রকৃতপক্ষে বিফল বা রুদ্ধ হয় না উহার প্রতিফলন এবং পুরস্কারের দিক হইতে। সেই অসমাপ্ত চেষ্টা ও আমল আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টিতে এবং তাঁহার ক্ষমতাগুণে অব্যাহতই বিবেচিত ও পরিগণিত হয় এবং অনুরূপ ভাবেই আমাদের রব আপন নগন্য ও অযোগ্য বান্দাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। নচেৎ কোন্ ব্যক্তি চিরস্থায়ী পুরস্কারের যোগ্য হইতে পারিত? ইহা ত শুধু তাঁহার রহমত সুলভ ব্যবহার জন্যই মাত্র যে, তাঁহার একজন দুর্বল-অক্ষম বান্দা তার অসীম আমলের বিনিময়ে অসীম বদলা (পুরস্কার) প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভীত হইও না যে, হয়ত তোমরা কোরআন দেখিয়া পড়া শেষ করার পূর্বেই ইহজগৎ ত্যাগ করিবে, অথবা, কোরআন করীমের তরজমা শেষ করিবার আগেই এই জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে। যদিও আপনারা পূর্বে গাফলতীর বশবর্ত্তী হইয়াছেন, তবে এই গাফলতীর কুফল হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় ইহাই যে, এখন আপনারা যে বয়সেই উপনীত হইয়া থাকুন না কেন, পূর্ণ পরিশ্রম এবং প্রাণপণ চেষ্টার দ্বারা কোরআন করীম পড়িতে এবং শিখিতে তৎপর হউন।

সুতরাং প্রথমতঃ মুসিদিগের সদর এবং নায়েব সদরগণের অবশ্য দায়িত্ব এই যে, স্ব স্ব নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলের মুসিগণের সম্বন্ধে খোঁজ লইয়া প্রত্যেক মাসে অন্তর আমাদিগকে এ বিষয়ে অবগত করুন যে কতজন মুসি কোরআন দেখিয়া পড়িতে জানেন, কতজন তন্মধ্যে কোরআনের অর্থ জানেন এবং যাঁহারা অর্থ জানেন, তন্মধ্যে কতজন কোরআন করীমের তফসীর শিখিতে চেষ্টিত আছেন। দ্বিতীয় দায়িত্ব এই যে, প্রত্যেক মুসি যেন (সেই তিন অর্থে, যাহা পূর্বে বিশ্লেষণ করিয়াছি, পুণরাবৃত্তির এখন প্রয়োজন নাই) কোরআন করীম জানেন। তৃতীয় দায়ীত্ব আজ আমি, প্রত্যেক মুসি, যিনি কোরআন করীম জানেন তাঁহার উপর ইহা ন্যস্ত করিতে চাই যে, তিনি যেন এমন দুইজন ভ্রাতা, যাহারা কোরআন পড়েন নাই, তাহাদিগকে কোরআন করীম পড়ান। এই কাজ যেন যথারীতি একটি নেযাম (সুশৃঙ্খলা ব্যবস্থা)-এর অধীনে সম্পাদিত হয় এবং উহার সংবাদ (রিপোর্ট)

যেন সংশ্লিষ্ট নেযারাতে (নায়েব, নাযের এসলাহ ও এরশাদের দফতরে) দেওয়া হয়।

আনসারুল্লাহ্‌কে আজ আমি ইহা বলিতে চাই যে, আপনারা যদিও নিজেদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা আদায়ে শিথিল হইয়া গিয়াছেন (আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদিগকে উদ্যোগী ও তৎপর হওয়ার তৌফিক প্রদান করুন) কিন্তু এ বিষয়ে আমার এত চিন্তা নাই, যত ইহার চিন্তা যে, আপনারা যেন সেই দায়িত্ব সমূহ পালন করেন যাহা "তা'লীমুল-কুরআন" (কোরআন শিক্ষা)-এর ব্যাপারে আপনাদের উপরে বর্ত্তায়। কোরআন শিক্ষা প্রসঙ্গে আপনাদের উপরে দুইটি দায়িত্বভার আসে। প্রথমটি এই যে আপনারা নিজেরা কোরআন শিখুন। আপনাদের উপরে ন্যস্ত দ্বিতীয় দায়িত্বটি হইল যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে যাহাদের আপনাদিগকে আল্লাহ্ তায়ালার দৃষ্টিতে এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নির্দ্দেশানুযায়ী অভিভাবক করা হইয়াছে, তাহাদিগকে কোরআন করীম শিক্ষা দেওয়া। আপনারা এই উভয় দায়িত্ব অনুধাবন করুন এবং যথা শীঘ্র উহাদের প্রতি মনোযোগী হন। আনসারুল্লাহ্‌র প্রত্যেক সদস্যের ইহা কর্ত্তব্য যে, তিনি যেন এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন যে, তাঁহার ঘরে তাঁহার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে অথবা তাঁহার অধিনস্থ সেই আহ্‌মদীগণ, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তিনি যাহাদিগের অভিভাবক, তাহারা সকলে যেন কোরআন করীম পড়ে এবং কোরআন শিখার যথাযথ হক আদায় করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আনসারুল্লাহ্‌র তনযীম (সংগঠন)-এর ইহাও কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা যেন কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌কে প্রত্যেক মাসে ইহা জানান যে, তাঁহারা কতখানি তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং উহার ফলাফল কি?

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়াকে আমি ইহা বলিতে চাই যে, ভবিষ্যতে ইসলাম প্রচারের মহান দায়িত্ব আপনাদের স্কন্ধে পড়িবে। কোন একটিও তিফল (সাত হইতে পনের বৎসর বয়স্ক ছেলে) অথবা কোন একজনও যুবকের পক্ষে আহ্‌মদীয়তের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা এবং সেই দায়িত্ব পালনে গাফেল থাকা উচিত নয়, যাহা আমাদের রব আমাদের দুর্বল স্কন্ধে দিয়াছেন। যদিও প্রত্যেক বয়সেই মানুষের উপরে মৃত্যু আসিতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে ষাঠ (৬০) বৎসরের একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির স্বাভাবিক আয়ু একজন ষোল বা সতের বৎসর বয়স্ক যুবকের আয়ুর তুলনায় কম হইয়া থাকে। আপনারা আপনাদের রুহানী (আধ্যাত্মিক) ব্যাঙ্ক বা ধনাগারকে (যদি এইশব্দ সেই স্থানের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেখানে ধন ভাণ্ডার রাখা হয়) আপনারা ইচ্ছা করিলে অত্যন্ত ভরপুর করিতে পারেন। সুদীর্ঘ আয়ু রহিয়াছে। যে ব্যক্তি অনেকগুলি ফসল কাটিবে, তাহার ঘরে অনেক শস্য হইবে, যদি সে শস্য সঞ্চয় অথবা যদি সে শস্য বিক্রয় করে তাহা হইলে তার অর্থ বেশী হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মাত্র একটি বা দুইটি ফসল কাটিবে, যদি তাহার পেট ভরে, তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই দুনিয়ায় ত পেট ভরিয়া যায়, কিন্তু পারলৌকিক জীবনের যে নেয়ামত সমূহ রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কেহ এই ধারণা করিতে পারে না যে, তাহা অল্প পরিমাণে মিলিলে সে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হইবে, আর অধিক মাত্রার জন্য সে প্রার্থী নয়। এই নেয়ামত সমূহ হাসেল করার জন্য আল্লাহ তায়ালার দেওয়া সমর্থ অনুযায়ী (যথাসাধ্য) চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং খোদ্দামুল আহমদীয়া সংগঠন (তনযীম) তাহাদের নিজদের ভিতর খোঁজ খবর লইয়া দেখিবে এবং নেগরানী করিবে যে, কোন 'খাদেম' (পনের হইতে চল্লিশের মধ্যে যাহার বয়স)

এবং কোন 'তিফ্‌ল' (সাত হইতে পনের পর্যন্ত যাহার বয়স) যেন এমন না থাকে, যে কোরআন করীম জানে না অথবা অধিকতর কোরআনী জ্ঞান লাভ করার জন্য চেষ্টা করিতেছে না।

তেমনি ভাবে লাজ্‌না আমাউল্লাহ্‌র অবশ্য কর্তব্য এই যে, প্রত্যেক স্থানে উহার সদস্যরা এবং নাসেরাতুল আহ্‌মদীয়া (বালিকারা) যাহাদেরকে কোরআন পড়াইবার দায়িত্ব ভার দেওয়া হইয়াছে তাহাদের তত্ত্বাবধানে কোরআনকরীম পড়িতেছে কি না। আমি লাজ্‌না আমাউল্লাহ্‌র উপরে সকলকে কোরআন পড়াইবার দায়িত্ব অর্পণ করিতেছি না। কেননা ইহাতে কাজের দিক দিয়া পরস্পর সংঘর্ষ ঘটিবে। কেননা আমি বলিয়াছি যে, প্রত্যেক মুসি অপর দুই জনকে কোরআন করীম পড়াইবে। যদি দৃষ্টান্তস্থলে তাহার স্ত্রী কোরআন পড়িতে জানেন না, তাহা হইলে তিনি প্রথমে তাঁহার স্ত্রীকেই পড়াইবেন। তেমনিভাবে আমি এই নির্দেশ দিয়াছি যে প্রত্যেক আনসারুল্লাহ্‌র সদস্য তাহার তত্ত্বাবধানাধীন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কোরআন করীম শিখানোর ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু আমি ইহা বলি যে, আপনারা (লাজ্‌না আমানুল্লাহ্‌) দেখুন যে, যাঁহাদের উপর কোরআন করীম পড়াইবার দায়িত্ব অর্পন করা হইয়াছে, (মহিলা ও বালিকদের ক্ষেত্রে) তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতেছেন কি না। যদি তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন না করেন, তাহা হইলে আপনাদের দায়িত্ব সেই দায়িত্বভার নিজেরা বহন করা এবং মহিলা এবং বালিকাদিগকে পড়ানো শুরু করিয়া দেওয়া। 'মরকয' (কেন্দ্র)-কে এ বিষয়ে অবগত করা উচিত হইবে। কেননা আমি চাই, আমরা যেন পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ উদ্যম এবং পূর্ণ প্রচেষ্টার সহিত 'তালীমুল কোরআন'-এর এই দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করি এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অপার কৃপায় সফলতার সহিত (যতটুকু বর্তমান আহ্‌মদীদের প্রশ্ন রহিয়াছে) উহাতে উত্তীর্ণ হই।

অতঃপর এইভাবেই ধারাবাহিক গতিতে ইহা চলিতে থাকিবে। কেননা নূতন ছেলেমেয়েরা নূতন ব্যক্তিরা, নূতন জামাত সমূহ এবং নূতন জাতিপুঞ্জ ইসলামে দাখিল হইবে এবং ইসলাম দুনিয়া জুড়িয়া প্রাধান্য বিস্তার করিবে। অতএব, সমস্ত জগতের শিক্ষক হওয়ার তরবিয়ত আপনাদিগকে গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ্‌ জানেন, আপনাদের মধ্যে কে ইহার তৌফিক পাইবে যে, সে সারা দুনিয়ায় কোরআন শিক্ষার ক্লাশ খোলার মহান কর্তব্য পালন করিবে। কিন্তু যদি আমরা আজ প্রস্তুতি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমরা সেই সময়ে তৎকালীন দায়িত্ব সমাধা করিতে পারিব না।

'মোটকথা, মুসি সাহেব আনসারুল্লাহ্‌, খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, লাজ্‌না আমাউল্লাহ্‌ এবং নাসেরাতুল আহ্‌মদীয়া তথা প্রত্যেক 'তনযীম' (সংগঠন)-ই যেন পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং হিম্মতের সহিত এই বিষয়ের প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে তৎপর হয়, যাহাতে আমরা আমাদের প্রাথমিক কাজ সুসম্পন্ন করিয়া ফেলি। যেমন পূর্বে বলিয়াছি, কোরআনের তফসীর অফুরন্ত ও ব্যাপক। উহা ত জারীই থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে আমি প্রয়োজনীয় মনে করি যে, যে ভ্রাতাদের নিকট "তফসীরে সগীর" নাই; তাঁহাদের উহা ক্রয় করা। কেননা, উহাতে তরজমা এবং সংক্ষিপ্ত তফসীর সম্বলিত টীকাও রহিয়াছে। উহার দ্বারা সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও কোরআনের এমন বহু সুকঠিন সমাধান বা ব্যাখ্যা উৎঘাটন করিয়া লয়, যাহা উহা ব্যতিরেকে তাহার জন্য অস্পষ্ট থাকে।

জামাতি তনযীমের কাজ হইবে, কোরআন শিক্ষার কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার চেষ্টা করা এবং ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখা যে, আনসারুল্লাহ্‌, মুসি সাহেবান খোদ্দাম, লাজ্‌না এবং নাসেরাত তাহাদের উপরে ন্যস্ত কাজ তাহারা করিতেছে কি না। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলকে ইহার সামর্থ ও (তৌফিক) দান করুন।

শেষের তিন চারি মিনিট হইতে দুর্বলতার কারণে মাথায় চক্কর দিতেছে; দাঁড়ানো থাকাও দুষ্কর মনে হইতেছে। বন্ধুগণ দোয়া করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন স্বীয় অনুগ্রহে আরোগ্য দান করেন।

সংকলক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

*

সূর্যের প্রতাপ

মোঃ আখ্‌তারুজ্জমান

বিশ্ব-মানবের কল্যাণের একমাত্র পথ ইসলাম। ইসলামই মানুষকে পরম শান্তির আশ্বাস দেয়। আর ইসলাম ছাড়া এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাহা মানব মনের চিরন্তন কাম্য সেই পরম শান্তির উৎসের সন্ধান দিতে সক্ষম। আরবের সেই রক্ত পিপাসু বর্বরেরা কি মন্ত্রে ভুলে এমন সোনার মানুষ হয়েছিল? কি সেই অমৃত সুধা যা পান করে অশান্তির কারবালা আরব মহা শান্তির ফুল বাগানে পরিণত হয়েছিল? ইহাই সেই মহিমান্বিত ইসলাম যার যাদু স্পর্শে এই সব অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।

শুধু বড় বড় বুলি আওড়ালেই সব হয়ে যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রে নিজের কর্ম ও সাধনার দ্বারা প্রমাণ করার মাঝেই এর সার্থকতা। ইসলামের এত মহিমা শুধু মুখের বুলির বন্ধনেই সীমা বদ্ধ নয়। কঠিন বাস্তবে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে ইসলামের স্বর্ণ যুগ "খেলাফাতে রাশেদার" কথাই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। মহান ইসলামের শান্তিময় ব্যবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়েছিল সে যুগে। আর সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধ হয়েছিল এর ফলাফল দেখে! সে যুগে শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলেই ইসলামের যশ ও সুনামের জয়গানে পঞ্চমুখ ছিল। আজ সে কথা চিন্তা করলে অন্তর ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়। একদিন ইসলামের খলিফাগণ অর্ধ পৃথিবী শাসন করতেন। সেই গৌরবের অধিকারী মোসলমানগণ সব ভুলে প্রায় দু'শত বছর বিজাতির গোলামী করেছে, এর চেয়ে অপমান ও দুঃখের কথা আর কি হতে পারে? ইসলামের এই ক্ষীণ অবস্থা দেখে বিদ্রোহি কবি নজরুল লিখেছেন—
"ইসলাম রবি জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিণ,
সত্যের আলো নিভিয়া জ্বলিছে জোনাকির আলোক্ষীন।'
গৌরব শ্রেষ্ঠ ইসলামের এই অবস্থা লক্ষ্য করে জনৈক আহ্‌মদী লেখক দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গেয়ে উঠেছেন ঃ—

"কেন ওরে ইসলাম আখি কোণে তোর জল?
জরাজীর্ণ হলো কেন তোর সুন্দর দেহ বল?"

এমন এক শ্রেণীর মোসলমান আছে যারা ইসলামের এই কলঙ্ক স্বচক্ষে দেখেও এর চেয়ে আরও অধিক কলঙ্ক দেখার আশায় অপেক্ষমান? কিন্তু সর্বজ্ঞ খোদা ইসলামের এই দুরবস্থায় চুপ করে থাকতে পারেন নি। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞানুসারে কাজ করলেন। পবিত্র কোরআনে করুণাময় খোদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, "আমরাই ইহাকে প্রেরণ করেছি এবং আমরাই রক্ষা করব।" সত্যই তিনি ইহাকে রক্ষা করছেন এবং বিশ্ব নবীর যোগ্য দাস হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-কে ইসলামের সেবার জন্য যথা সময়ে প্রেরণ করেছেন!

তিনি এসে ইসলামের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণে ইসলামের খেদমত শুরু করলেন। ইসলামকে বিশ্ব ধর্মের ন্যায্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ছিল তাঁর সকল কর্ম ও সাধনা। তাঁহার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার কার্যের জন্য পুনরায় সেই বরকত পূর্ণ খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় খোদার প্রেরিত মহা পুরুষের ডাকে চিরাচরিত নীতি অনুসারে খুব কম সংখ্যক ভাগ্যবানই প্রথম সাড়া দিয়ে ছিলেন। বিশ্ব ধর্ম ইসলামকে যারা নিজ সম্পত্তি মনে ছিল তাদের করে ঘরে বসে বসে নিজস্বার্থে ব্যবহার করে নির্জীব করে ফেল দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না বরং এরাই খোদার ইচ্ছাকে বানচাল করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। কিন্তু খোদার ইচ্ছাকে কে বিফল করতে পারে? প্রথম যুগের আবু জেহেল এবং আবু লাহেবের মত এ যুগেও মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী ও পণ্ডিত লেখরাম এবং আবদুল্লাহ্ আথম এসে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জয় যাত্রার পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়াল! তারা বিভিন্নভাবে কুৎসা রটনা করে যুগের সংস্কারককে হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা করল। খোদার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তারা এই প্রবাদ বাক্যটির কথাও ভুলে গেল।

"ছাউই বলে মোর কি সাহস ভাই
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
তারকা হেসে বলে, মোর গায়ে লাগে নাক কিছু
সেই ছাই ফিরে আসে তোরই পিছু পিছু।"

পরিণামে তারা পেল চরম ব্যর্থতা এবং অপমান। পক্ষান্তরে খোদার ইচ্ছা ধীরে ধীরে সফলতার দিকে এগিয়ে চলল।

এমনি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে এখন লোকের মনে অনুতাপের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারের ভীড় ঠেলে এবং উপযুক্ত ত্যাগ স্বীকার করে তা গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে সক্ষম হচ্ছেনা। তাই তারা আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করেও সাহসের সহিত আগিয়ে আসতে পারছে না। এই জন্য আহ্‌মদীয়াতকে এড়িয়ে যাবার জন্য তারা নানা রকম অযুক্তিক অজুহাত দেখায়। তারা বলে যে, আহমদীয়াত গ্রহন না করে সৎকাজ করলে কি ফল পাওয় যাবে না? তারা আরও বলে যে, এখন যে পীর ফকিরগণ আছেন তারা কি আমাদের সৎপথ দেখান না? এখানে তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে কয়টি কথা বলাই আমার অভিপ্রায়।

এখন প্রশ্ন হল মানুষ সৎকাজ করে কেন? উত্তরে বলতে হবে যে, খোদার সন্তুষ্টি লাভ এবং তার আদেশ পালনার্থেই মানুষ সৎকাজ করে। আমরা জানি যে, মহান ত্যাগের বিনিময়েই খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব। আর এযুগে শুধু প্রতিশ্রুত মসিহ্ মওউদ (আঃ -কে গ্রহণ করাই খোদার জন্য সবচেয়ে বড় ত্যাগ যার জন্য পিতা-মাতা আত্মীয় পরিজন এবং ধন সম্পত্তির মায়াও অনেককে ত্যাগ করতে হয়। দ্বিতীয় কথা হল যদি মসিহ্ মওউদ (আঃ সত্য এবং খোদার তরফ থেকে হয়ে থাকেন তবে তাঁকে উপেক্ষা করার অর্থ হল খোদার নির্দেশকে উপেক্ষা করা। মানুষের জন্য খোদা যা করেন সেটাই মঙ্গলময় এবং কল্যাণকর এই কল্যাণকর ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করার অর্থ এই দাড়ায় যে, খোদার ব্যবাস্থাকে আমরা মানতে রাজি নই? ইহা কি ভাবে সম্ভব যে, রাজাকে মান্য করি কিন্তু রাজার হুকুম মান্য করি না? এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, আমরা খোদাকেই মান্য করি না।

অপর কথা হল পীর ফকিরদের ক্ষমতা নিয়ে! এযুগে অসংখ্য পীর ফকির দেখা যায়। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় হচ্ছে এই যে একজন পীরের মতাদর্শের সাথে অন্য জনের কোন মিল নেই! ফলে এক ইসলামের বহু শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হয়। এমনি করে ইসলামের একতারূপ বিরাট শক্তির অবমাননা করা হয় এবং ইসলামকে দুর্বল করা হয়। যে ইসলাম বিশ্বমানবকে একত্র করতে এসেছে তার মধ্যে এই বিভাগ কেমন করে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে? মানুষ সব সময় বড় রকমের একটা কিছু পাবার আশায় ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করে থাকে কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে সকলে তা করতে রাজি নয়। যে ব্যবস্থাতে বিরাট কল্যাণ নিহিত আছে তা ছেড়ে ছোটটাকে গ্রহণ করা কি করে বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে? বাঘের গায়ে শক্তি নাই এমন কথা আমি বলতে যাচ্ছি না, কিন্তু সিংহের সামনে বাঘের সেই শক্তির কোন দাম নেই একথা কে অস্বীকার করতে পারে? রাতের অন্ধকারে তারার ক্ষীণ আলোকে পথ চলা যায় সত্য, কিন্তু তাতে গর্তে পড়ার ভয় থাকে বেশী। সূর্য যখন তার তেজ নিয়ে প্রবল প্রতাপে উদিত হয়, তখন তারাকার সেই ক্ষীণ আলোর কোন মূল্য থাকে কি? সূর্যের আলোকে উপেক্ষা করে তখন কি কেউ তারার আলোর সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, না সূর্যের আলোতে পরম উৎসাহে নির্ভয়ে কাজ করে যায়? এযুগের নবী এবং আধ্যাত্মিক গগনের সূর্য হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এসে যখন বিশ্বকে খোদার পথে ডাক দিলেন তখন ইহা কিরূপে সম্ভব যে, তারার ন্যায় ক্ষীণ আলো বিশিষ্ট বিভিন্ন পীরের সন্ধানে আমরা ঘুরে বেড়াই? বরং তাঁর সত্যতাকে যাচাই করে খোদার কল্যাণময় জামাতে যোগ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

পরিশেষে খোদার দরবার প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন সত্যান্বেষীগণকে সাহায্য করেন এবং যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে সত্যের যোগ্য মর্যাদা দিতে তাদের হৃদয়কে উদ্দিপ্ত করেন। আমিন।

খোদাতায়ালা তাদের সাহায্য করেন যারা নিজের সাহায্য নিজে করে।
খোদাতায়ালা তাদের উপর রহম করেন যারা অন্যের প্রতি রহম করে।
খোদাতায়ালা তাদের হেদায়েত দেন যারা হেদায়তের অনুরাগী।

অন্তরমুখী

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

সভ্য হলে চলবে কি, না সৎও হতে হবে

১৫ ৬৯ তারিখের আজাদ পত্রিকায় 'সৎমানুষের সন্ধানে' নাম দিয়ে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে :

"কৌতুহলপূর্ণ পরীক্ষাটি ছিল নিম্নরূপ : নিউইয়র্ক শহরের কোন এক মোড়ে ১৯৫৯ মডেলের একখানা সবুজ ওল্ডস্ মোবাইল এমনভাবে দাড় করিয়ে রাখা হল যেন তার মালিক পাশেই এক বাড়ীতে গিয়াছেন কোন হারানো খুচরা যন্ত্রের সন্ধানে বা আর কোন কারণে, মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্য যেন গাড়ীখানাকে রেখে গিয়াছেন সেখানে। পরীক্ষাকার্য্যের উদ্যোক্তা ছিলেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন মনস্তাত্ত্বিক। পার্শবর্তী এক বাড়ীর জানালার ধারে বসে তাঁরা লক্ষ্য করছিলেন গাড়ীটির অবস্থা কি দাঁড়ায়। তাঁদের সংগে ছিল দুরবীক্ষণ যন্ত্র সজ্জিত ক্যামেরা।

প্রথম দশ মিনিটের মধ্যেই শিকার মিলে গেল। চলন্ত একটি গাড়ী এসে দণ্ডায়মান গাড়ীটির নিকট থামল। গাড়ীটি থেকে স্বামী, স্ত্রী আর ৮ বৎসর বয়স্ক একটি ছেলে নেমে এলো। স্ত্রী পাশেই হাটাহাটি শুরু করলো, আর স্বামী ও ছেলে দ্রুত "কাজ সমাপ্তিতে" ব্যস্ত হলো। দণ্ডায়মান গাড়ীটির লাগেজ কক্ষ থেকে এক্যুমুলেটর ও আরো কয়েকটি যন্ত্রাংশ অপসারিত হলো। অতঃপর তারা নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল। কাজটি শেষ করতে মাত্র ৭ মিনিট লাগে তাদের।

এ ভাবে শিকার আসতেই থাকে একের পর এক। পরীক্ষা আরম্ভের ৬৪ ঘণ্টা পর গাড়ীটির কাঠামো আর ইন্জিনটি শুধু পড়ে থাকে। কোন কোন তরুণ বর্বর যা নিতে পারেনি ত ভেংগে চুরমার করে দিয়ে যায়। পরীক্ষাটি এভাবে সমাপ্ত হয়।

পরীক্ষা কার্য্যের অন্যতম সংগঠক স্কটক্রাজ এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলেন যে, একটি অরক্ষিত গাড়ীর কাছে কোন কোন শ্রেণীর লোক আগমন করে তা দেখার জন্যই এ 'টোপ' ফেলা হয়েছিল। নিউইয়র্কের একটি অতি বিত্তশালী মহল্লায় গাড়ীটি রাখা হয়েছিল। এর যন্ত্রপাতি অপহরণকারী প্রতিটি ব্যক্তিই ছিল সুবেশধারী এবং নিঃসন্দেহে বিত্তবান। আর প্রকাশ্য দিবালোকেই গাড়টির সব কিছুই চুরি হয়ে যায়। আর এত দুঃসাহসিকতা ও ধূর্ততার সাথে নিষ্পন্ন হয় যে, পথচারীদের মনে তা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ উদ্রেক করেনি।

মনস্তত্ত্ববিদরা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তা হচ্ছে : সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় কি? তারা অপরাধী কি সৎ? টাইমস ম্যাগাজিনই এর সদুত্তর দিয়েছে : "তুচ্ছ ক্ষুদ্র থেকে শুরু করে সকল ব্যাপারেই আমেরিকা একটি প্রবন্চক জুয়াচোরের জাতিতে পরিণত হতে চলেছে।" তাদের মতে ব্যবসায় ব্যবসায়ই।"

মার্কিন মুল্লুককে আধুনিক সভ্যতার কর্ণধার বলা যায়। ধন-দৌলত, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি ব্যবসায় বাণিজ্যে, প্রভাব প্রতিপত্তি সবকিছুতেই ঐ দেশ শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। তবুও ঐ দেশের বাসিন্দাদের এই চারিত্রক অধঃপতন কেন—এ প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে উত্তরে বলা যায় সৎ আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত ব্যক্তি বা জাতি কখনও সৎ হতে পারে না। অবশ্য বর্তমান সভ্যতার ধ্বজাধারী অনেকেই বলে থাকেন যে হাল জামানায় সৎ সওয়ার চেষ্টা করা বোকাদেরই কাজ। অপরদিকে নবী রসুল ছাড়া মানুষকে প্রকৃত সৎপথের সন্ধান অন্য কেউ দিতে পারে না। জাহেলিয়তের যুগের আরবদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ হিসেবে অজ্ঞা, কুসংস্কার, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদিকে দায়ী করা হয়ে থাকে। এসবকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ছিল তাদের মধ্যে আদর্শ-হীনতা। মার্কিন মুল্লুকত কুসংস্কার ইত্যাদি হতে মুক্ত। তবু কেন তাদের এই অবস্থা; কেন তারা সভ্যতার চরম শিখরে উঠেও নৈতিকতার নিম্নস্তরে নিমজ্জমান দেখা হতে চলেছে। তাদের নৈতিক জীবনের পংকিলতা জাহেলিয়তের আরবদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়াছে। তবেই যাচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধির বিকাশই সুষ্ঠু মানবতা

গড়ে তুলতে পারে না। এখানে আরো একটি কথা ভেবে দেখবার আছে। কারণ তখনকার আরবেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান হতে বঞ্চিত ছিল বলে ওসবকে হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজে লাগাতে পারত না। আর এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে যে অহংকার করছে তাই মানুষের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাতেই মানুষের অধগতি অনেক বেশী মারাত্মক, অনেক বেশী ভয়াবহ হয়ে উঠে।

মানুষকে তার চরম নৈতিকহীনতা ও দীনতা হতে উদ্ধার করার জন্যই পরম করুণাময় আল্লাহতালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-মের গোলাম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে পাঠিয়েছেন নবুওতের আশিষ দিয়ে। তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করার মধ্যেই উপ্ত রয়েছে মানুষের নৈতিক জীবনকে পূর্ণবহাল করার প্রশস্ততম পথ।

★

বিষেশ বিজ্ঞপ্তি ! বিষেশ বিজ্ঞপ্তি !

জনাব ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ

اسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکتہ -

আপনি অবহিত রহিয়াছেন যে, পাক্ষিক আহ্‌মদী পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের জমাআতের একমাত্র মুখ পত্র। এই পত্রিকার মাধ্যমে আহ্‌মদীয়াতের ব্যাপক প্রচার হইয়া থাকে। চলিত সালে আহমদী পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য একটি নয়া কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে। এইজন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নি এবং পাঠক পাঠিকাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন সর্বাধিক।

১৯৬৯ সালের ১লা মে হইতে "আহমদীর" নয়া বৎসর শুরু হইয়াছে। অতএব আহ্‌মদীর নয়া সালের চাঁদা পাঠাইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইতেছে।

আপনি যদি চলতি বৎসরের জন্য আহমদীর গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক থাকেন তবে আগামী ৩১শে মে-এর মধ্যে আপনার চাঁদা ডাকযোগে পাঠাইয়া দিবেন। যদি গ্রাহক না থাকিতে চাহেন তাহাও পত্র দ্বারা জানাইবেন। অন্যথায় আমরা আগামী ১লা জুন এর সংখ্যা ভিপি যোগে আপনার নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইব।

পত্র লিখিবার সময় দয়া করিয়া আপনার গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

উল্লেখ যোগ্য যে আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নিদের জন্য পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার হার ৫৲ টাকা এবং ছাত্র ও গায়ের আহ্‌মদী ভাইদের জন্য তবলীগি কনসেশন সহ মাত্র ৩৲ টাকা।

(ম্যানেজার)

সেই জীবনই প্রকৃত জীবন যে জীবন নিজ প্রভুর রাস্তায় বিলীন হয়ে যায়।
সেই জীবনই প্রকৃত জীবন যে জীবন তার দেশের জন্য উৎসর্গ হয়ে যায়।
সেই জীবনই প্রকৃত জীবন যে জীবন দুঃস্থ, কষ্টকপূর্ণ ও সঙ্কটের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়

ছোটদের পাতা

॥ আহমদী শিশুদের কর্ত্তব্য ॥

বশির ইব্‌নে মোহাম্মদ

মানব সন্তান ছোট বেলায় যা দেখে বা শিক্ষা পায় সে তাই আয়ত্ব করে থাকে বা শিখে থাকে। যদি তাকে সঠিক পথে চালিত করা হয় তবে সে বড় হয়েও সেই পথে চালিত থাকে। কিন্তু যদি তাকে ভ্রান্ত পথে চালিত করা হয় তা'হলে সে বড় হয়েও সেই ভ্রান্ত পথে চালিত থাকে। তাই আমাদের মাতা-পিতার জন্য রয়েছে আমাদের প্রতি এক বিরাট কর্ত্তব্য যার শেষ নাই যার অন্ত নাই।

তরবিয়ত ও শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের কচি নিষ্পাপ ভাইদের রাখতে হবে সেই সমস্ত জিনিষ হতে দূরে যা তার জন্য অমঙ্গলের, তার ভবিষ্যতের জন্য মন্দ, তার আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উন্নতির পথে দাড়াতে পারে বাধার কারণ হয়ে।

এমনও অনেক মাতা পিতা আছেন তাদেরকে যদি বলা হয় যে, আপনার ছেলে নামাজ পড়তে কেন আসেনা তখন তাঁরা বলে থাকেন "এখনও'ত ছেলে ছোট। বড় হলেই পড়বে"। নামাজের জন্য একথা বলে তাঁরা নিজের সন্তানদের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তারা এর জন্য কোন তাগিদ দেন না, বা শাসন করেন না অথচ পার্থিব লেখা পড়ার জন্য যা খোদাকে ডাকার তুলনায় অতি তুচ্ছ তার জন্য তাঁরা তাকে নিয়মিত ভাবে পড়তে স্কুলে পাঠান কিন্তু তাঁরা নিজের আদরের দুলালকে মসজিদে পাঠান না, তারা তার পড়াশুনার জন্য মাষ্টার রাখেন কিন্তু কোরআন পড়িবার জন্য তাঁদের টাকার থলে খালি। তারা সন্তানদের লেখা-পড়ার জন্য শাসন করে থাকেন বা মারপিটও করে থাকেন কিন্তু নামায বা কোরআন না পড়লে কিছু বলেন না শুধু বলে থাকেন বড় হলে পড়বে। যে সকল মাতা পিতা নিজ সন্তানদের শুধু জীবিকা অর্জনের জন্য আধ্যাত্মিক দিকটা বাদ দিয়ে যে শিক্ষা দিয়ে থাকেন তারা জেনে রাখুন তাহারাই হলেন নিজ সন্তানদের ধ্বংসের কারণ। তাই যেখানে আমাদের জীবিকা অর্জনের জন্য পড়াশুনা করতে হয় কষ্ট করতে হয়, সফলতার জন্য চেষ্টা করতে হয় সেখানে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও কিছু পড়তে হবে, কিছু কষ্ট করতে হবে ও চেষ্টা করতে হবে।

আমার ছোট ভাই-বোনগণ! তোমরা দৈহিক উন্নতির সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতিও কি চাওনা? নিশ্চয়ই চাও। তার জন্য তোমাদের কিছু কর্ত্তব্য পালন করতে হবে তাই না? সেই কর্ত্তব্য হল এই!

১। নামায

আমাদের সর্ব প্রথম কর্ত্তব্য হল নামাজ পড়া। আমাদের চেষ্টা করা উচিত, যেন আমরা নিয়মিত ভাবে নামায বাজমাআত আদায় করিতে পারি। কেননা কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা যেখানে নামায পড়তে বলেছেন সেখানে এই আদেশই দিয়েছেন যে, তোমরা নামায বাজমাআত আদায় কর। আমরা যেন নামায যথাযথ নিয়মে, ধীরে সুস্থে পড়তে শিখি।

রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন যে, যে ছেলেমেয়ে সাত বৎসরের তাকে নামাযের জন্য তাগিদ দাও, যখন সে দশ বৎসরের হয়ে যায় কিন্তু নামায পড়ে না তখন তাদের শাস্তি দিতে বলেছেন। তোমরা সকলেই শাস্তির চেয়ে নামায পড়াকে বেশী ভালবাসবে, তাই না? এও জেনে রেখ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব আল্লাহ্‌তায়ালা নামাযেরই নেবেন। যেভাবে তোমরা মাষ্টার সাহেবের শাস্তির ভয়ে অন্য কাজ না করে বাড়ীর জন্য মাষ্টার সাহেবের দেওয়া কাজ প্রথমে করে থাক সেই ভাবে তোমাদের প্রতি আল্লার দেওয়া কাজ হল সর্বপ্রথম নামায। স্মরণ রেখ যদি তোমরা নামায না পড় তা'হলে আল্লাহ্‌ও মাষ্টার সাহেবের অপেক্ষা বেশী শাস্তি দিবেন।

২। সত্য কথা বলা

সর্বদা সত্য কথা বলবে, কেননা সত্য আমাদের গোনাহ্ হতে দূরে রাখে। যদি কোন মন্দকাজ

ভুলে করে ফেল তা হলে সেই অবস্থায়ও মিথ্যা কথা না বলে সত্য কথা বলবে। ধর তোমাদের মধ্যে কেউ একটা গ্লাস ভেঙ্গে ফেলল। যখন মা জানতে পারবেন তখন তিনি তোমাদের জিজ্ঞাসা করবেন। যদি তোমরা মিথ্যা বল তা'হলে তিনি তোমাদের মারবেন। তারপর বাধ্য হয়ে বলতে হবে মা! আমি গ্লাস ভেঙ্গেছি। যদি আগেই বলে দিতে তা'হলে মার খেতে না। তাই না? কোরআনে আছে যে আল্লাহ্‌তায়ালা সত্যবাদীকে পছন্দ করেন। তোমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন খোদাতায়ালা তোমাদেরও পছন্দ করেন। এখন একটা ঘটনা শুন কিভাবে এক ব্যক্তি পাপ ও দুঃসকর্ম হতে নিজেকে রক্ষা করে ছিল।

একদা এক ব্যক্তি রসুল করীম (সাঃ)-এর কাছে আসে। সে রসুল করীম (সাঃ)-কে বল্ল, হে আল্লার রসুল! আমার মধ্যে অনেক পাপ পাওয়া যায়। আমাকে আপনি এমন আমল বলে দিন যেন আমি পাপ হতে নিস্কৃতি পাই। তিনি বললেন, "তুমি মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দাও"। সে রসুল করীম (সাঃ)-এর সামনে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে কখনও মিথ্যা কথা বলবে না।

একবার সে চুরি করতে চাইলে তার বিবেক তাকে ধিক্কার দিল, সে চিন্তা করল যে, যদি চুরি করি ও রসুল করীম (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, যদি বলি চুরি করি নাই, তা'হলে মিথ্যা কথা না বলার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলাম আর যদি বলি চুরি করেছি তা হলে শাস্তি পাব। এইভাবে তার যত পাপ ছিল ক্রমে ক্রমে সেগুলো দূর হয়ে গেল।

৩। জ্ঞান অর্জন।

জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর জন্য জরুরী। রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন যে, যদি জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীনেও যেতে হয় তাও যাবে। তিনি এও বলেছেন যে তোমরা দীনের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার জ্ঞানও অর্জন কর।

৪। বীরত্ব

বীরত্ব ইসলামের শিক্ষার একটি অংশ। এর জন্য ছোটবেলা হতে আমাদের ভয় ও ডর ভাঙ্গতে হবে। তোমরা দেখে থাকবে যে, যে ছেলে কোন কিছু হলে মায়ের কোলে এসে মুখ লুকায় সে বড় হয়েও লাজুক ও ভীরু হয়ে থাকে।

বীরত্বর মানে এই না যে তোমরা বীরত্ব দেখাতে গিয়ে তোমাদের হতে ছোটদের উপর বা দুর্বলদের উপর অত্যাচার কর। তোমাদের বীরত্ব দেখাতে হবে ইসলামের দুশমনদের সামনে। তোমরা তাদের সর্বত্র পরাজিত করবে সেটাই হবে তোমাদের বীরত্ব।

৫। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

তোমরা জান যে, যে নোংরা ও অপরিস্কার থাকে। তাকে কেউ পছন্দ করে না, তাকে বরং ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। কিন্তু আমরা তাকে ঘৃণার চোখে দেখব না বরং তাকে বুঝাব যেন সে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। তাই না?

রসুল করীম (সঃ) বলেছেন যে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঈমানের অর্ধাংশ।" তাই আমাদের কাপড়, শরীর, দাঁত ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বদা পরিস্কার রাখতে হবে; কেননা রসুল করীম (সাঃ) হলেন আমাদের আদর্শ সর্বদিক হতে। তিনিও সর্বদা সর্বদিক হতে পরিস্কার থাকতেন।

৬। কোরআন পড়া

প্রত্যহ আমাদের ১রুকু বা যতটুকু পারি কোরআন পড়া কর্তব্য। কোরআন পড়াতে অনেক সোয়াব পাওয়া যায়। কোরআন হল আল্লার প্রেরিত কেতাব। কোরআনকে সম্মান দেখালে সম্মান লাভ হয়।

৭। মাতা পিতা ও বড়দের হুকুম পালন

মাতা-পিতা ও বড়দের হুকুম পালন সর্বদা কর। হাদীসে আছে, মাতার পদতলে সন্তানের জান্নাত রয়েছে, অন্য হাদিসে আছে, পিতার ক্রোধ আল্লার ক্রোধ। তাই মাতা-পিতার হুকুমের যেন অবাধ্য আমরা কখনও না হই যার জন্য আমাদের জান্নাত হতে বঞ্চিত ও খোদাতায়ালার ক্রোধের সম্মুখীন না হতে হয়।

সর্বশেষে বলব, যেন আমরা কখনও সময়ের অপব্যয় না করি। আমরা সময়কে যেন ভাল কাজের মাধ্যমে ব্যয় করি তার জন্য আমাদের সকলকেই চেষ্টা করা। দরকার।

আমার শিশু ভাই-বোনগণ এসো আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আমরা উপরোক্ত কর্তব্যের প্রতি কখনও অবহেলা না দেখাই, অবশেষে এই দোওয়া করে শেষ করছি, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলকে ইসলামের প্রকৃত খাদেম বানান। আমিন।

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা,	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের	” ”
	চারিটি প্রশ্নের উত্তর	” ”
৩।	রসুল প্রেমে	” ”
৪।	ঐশী বিকাশ	” ”
৫।	একটি ভুল সংশোধন	” ”
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	” ”
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৮।	শান্তি ও সতর্কবানী	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)
৯।	কোরআনের আলো	” ”
১০।	মোহাম্মদী মসীহ	মৌলবী মোহাম্মাদ
	(ইংরেজী নবীর উত্তরে)	”
১১।	কলেমা দর্শন	”
১২।	হযরত ঈসা (আঃ)	”
	একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন।	”
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	”
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	”
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	”
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	
১৭।	মহা সুসংবাদ	

'পরিবেশনে'

জেনারেল সেক্রেটারী

পুঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪নং বকসিবাজার, রোড, ঢাকা—১

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams ~~(R.)~~	Rs, 2·00
ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.